CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 August, 2020 ■ আগরতলা, ৯ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ২৫শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার মশলা
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

CMYK

রাজ্যে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪১

দুই বিএসএফ জওয়ান ও এক মহিলার মৃত্যু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়

আগরতলা, ৮ আগস্ট (হি. স.)।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত হয়ে দুই বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। একজন শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ায় তাঁকে জিবি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। দুদিন আগে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অপর জওয়ান শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আজ শনিবার হাসপাতালে ভরতি হতে আসেন। তাঁকে কোভিড টেস্ট করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এদিন দুপুরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এ-বিষয়ে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের পদস্থ আধিকারিক বলেন, উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ১৩৩ ব্যাটালিয়নের ৫২ বছর বয়সি ওই জওয়ান সিপাহিজলা জেলায় লালটিলা বিওপি-তে কর্মরত ছিলেন। গত ২৮ জুলাই শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং তাঁর কোভিড টেস্ট পজিটিভ আসে। ফলে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় তাঁকে। তিনি বলেন, দুদিন আগে ওই জওয়ানকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, বিএসএফ-এর ৮০ নম্বর ব্যাটালিয়নের আরও এক জওয়ানের আজ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, তেলিয়ামুড়ায় কর্মরত ৫১ বছর বয়সি ওই জওয়ান আজ শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আইএলএস হাসপাতালে যান। সেখানে তাঁর কোভিড টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু দুপুর নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ওই আধিকারিক বলেন, দুই জওয়ানের মৃতদেহ এখনও জিবি হাসপাতালে রয়েছে। তাঁদের সৎকারের বিষয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন।

এদিকে ত্রিপুরায় আজ এক মহিলার করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তিনি আগরতলার মাস্টার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসা না করে নিজের গাফিলতিতে মৃত্যু ব্যবসায়ীর

আগরতলা, ৮ আগস্ট (হি. স.) ।। করোনা-র প্রকোপের ভয়াবহতা জেনেও প্রচন্ড গাফিলতির খেসারত দিলেন এক ব্যক্তি। টানা দশদিন ধরে সর্দি, কাশি এবং জ্বরে ভুগলেও হাসপাতালে যাননি তেলিয়ামুড়া করইলং এলাকার চল্লিশোর্দ এক ব্যবসায়ী। তার পরিণতিতে আজ সকালে ওই ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হলে তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ওই ঘটনায় করইলং এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হলেও ওই ব্যবসায়ীর পরিবারের অন্য সদস্যদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে, ওই ব্যবসায়ীর পরিচর্যায় নিয়োজিত বয়স্ক পরিচারিকা-র দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাকে গৃহে আইসোলেশন থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার জনৈক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, ওই ব্যক্তি করোনা-র সমস্ত লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে আসেননি। ফলে, তার মৃত্যু হয়েছে। সময়মতো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার প্রকোপে স্কুল বন্ধ, ৯৪,০১৩ জন ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছতে পারছে না রাজ্য সরকার

আগরতলা, ৮ আগস্ট (হি.স.) ।। করোনা-র প্রকোপে যখন বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন বন্ধ রয়েছে। সেখানে অনলাইনে এবং ক্যাবল টিভির সহায়তায় পঠন-পাঠন জারি রাখার চেষ্টা করেছে ত্রিপুরা সরকার। কল-সেন্টার স্থাপন করেও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। তবুও ৯৪,০১৩ জন ছাত্রছাত্রীর কাছে কোনওভাবেই পৌঁছতে পারেনি ত্রিপুরা সরকার। এ-ক্ষেত্রে ঘাটতি কোথায় তা-ও খুঁজে বের করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৩,২২,২৯৭ জন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১,১১,৬১৮ জনের কাছে স্মার্ট ফোন এবং ১,১৬,৬৬৬ জনের সাধারণ ফোন রয়েছে। সমীক্ষায় আরও বিশদে তথ্য উঠে আসায় জানা গেছে, ইন্টারনেট সংযোগ নেই ১,২৫,৯০৮ জন এবং ক্যাবল সংযোগ নেই ১,৪২,২৩৮ জন ছাত্রছাত্রীদের কাছে। সে-ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে ১,৯৬,৩৮৯ জন এবং ক্যাবল সংযোগ রয়েছে ১,৮০০৫৯ জন ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

এ-বিষয়ে জেলাভিত্তিক তথ্যে দেখা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধলাই জেলায় ৫৩ শতাংশ ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৫০ শতাংশ ক্যাবল সংযোগ, গোমতি জেলায় ৫০ শতাংশ ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৫৫ শতাংশ ক্যাবল সংযোগ, খোয়াই জেলায় ৫৪ শতাংশ ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৪৬ শতাংশ ক্যাবল সংযোগ, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬৯ শতাংশ ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৫৯ শতাংশ ক্যাবল সংযোগ, সিপাহিজলা জেলায় ৭২ শতাংশ এবং ৭০ শতাংশ ক্যাবল সংযোগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৫৭ শতাংশ এবং ৫২ শতাংশ ক্যাবল সংযোগ, ঊনকোটি জেলায় ৫২ শতাংশ ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৪২ শতাংশ ক্যাবল সংযোগ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৬৩ শতাংশ ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৬১ শতাংশ ক্যাবল সংযোগ রয়েছে। সারা ত্রিপুরায় গড় হিসাবে ৬১ শতাংশের কাছে ৬১ শতাংশ এবং ৫৬ শতাংশের ক্যাবল সংযোগ রয়েছে।

এদিকে, ৩,২২,২৯৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১,২৫,৯০৮ জনের কাছে ইন্টারনেট সংযোগ এবং ১,৪২,২৩৮ জন ছাত্রছাত্রীর কাছে ক্যাবল সংযোগ নেই। অন্যদিকে ১,৯৬,৩৮৯ জনের কাছে ইন্টারনেট সংযোগ এবং ১,৮০,০৫৯ জন ছাত্রছাত্রীর ক্যাবল সংযোগ রয়েছে। ত্রিপুরা নতুন দিশা সেল-এর সংগৃহীত ওই রিপোর্টে সারা ত্রিপুরায় ৩,৯৭৪টি স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহের বর্ণনা রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ৯৪,০১৩ জন ছাত্রছাত্রীর কাছে কোনওভাবেই পৌঁছতে পারছে না

চিকিৎসকের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার

আগরতলা, ৮ আগস্ট (হি. স.)।। ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ উত্তম কুমার ভট্টাচার্যী-কে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মনের ওই কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাতে, চিকিৎসকদের তিনটি সংগঠন ত্রিপুরা সরকারের ওই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিল এবং সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ভগৎ কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেছিলেন। কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনে তিনি কোন অনুমতি নেননি এবং সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি উলঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। তাতে, ওইদিন ভগৎ সিং-র দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা: উত্তম কুমার ভট্টাচার্যীর গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। তাই, ত্রিপুরা সরকার গত ৪ আগস্ট তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করেছিল। ওই ঘটনায় প্রচন্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা তৈরীতে ব্যস্ত এক শিল্পী। শনিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

স্ত্রীর সাথে বিবাদের জেরে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পূর্ব থানাধীন যোগেন্দ্রনগর কাটাশেওলা এলাকায় এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী যুবকের নাম অভিজিৎ বর্ধন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে মাত্র চার বছর আগে অভিজিতের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। কিছুদিন ধরে বিবাদ চরম আকার ধারণ করে।

তাতে প্রচন্ড মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে অভিজিৎ। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের জেরে আত্মঘাতী হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃত অভিজিতের মা অভিযোগ করেছেন স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের জেরে তার পুত্র অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ব থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে কাটা শেওলাএলাকা থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ আগস্ট।। জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু এক শিশু কন্যার। নাম মাইমুনা আক্তার, বয়স এগার মাস, বাবার নাম আমিনুল ইসলাম। ঘটনা সোনামুড়ার কালাপানিয়া গ্রামে মনারচক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশে বলেরডেপা এলাকায়। আজ বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটে এই ঘটনা। মায়ের নজর এড়িয়ে শিশু কন্যাটি বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায়। পরে তাকে খোঁজতে গিয়ে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তার সন্ধান পায় তার মা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধনপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষনা করা হয়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা বলেরডেপা এলাকায়।

সুবিধাভোগী বাছাই নিয়ে পঞ্চায়েতের বৈঠকে লঙ্কাকান্ড শ্রীনাথপুর গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত মিটিংয়ে লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত শাসক দল বিজেপির অধীনে রয়েছে। পঞ্চায়েত চলাকালে সদস্যরাই নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হন। একসময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত খবর পাঠানো হয় থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী ছুটে আসে।পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায় শেষ পর্যন্ত দুজন ডিসিএম কেও পঞ্চায়েতে ছুটে আসতে হয়।

দুজন ডিসিএম এসেও পঞ্চায়েতের ঝগড়া থামাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে।শেষপর্যন্ত ডিসিএম তাপস সিনহা পঞ্চায়েতের মিটিং জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও ফের যেকোনো সময় পঞ্চায়েতের আপ অন্তরীণ বিষয়কে কেন্দ্র করে শাসকদলীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে বিবাদ চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নাম নির্ধারণসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয়কে নিয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত। শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত মিটিং এ ধরনের কার্যকলাপের সংবাদে পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।স্থানীয় জনগণের অভিমত পঞ্চায়েতের নির্বাচিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফেইসবুকে অশ্লীল মন্তব্য আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৮ আগস্ট।। ফেইসবুকে রাম মন্দির ও সনাতন ধর্ম নিয়ে নানা অশ্লীল মন্তব্য করে পুলিশের হেফাজতে এক যুবক।ধৃত যুবকের নাম রাজুল হোসেন (২৫)।বাড়ি পূর্ব চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৫ আগস্ট ছিল রাম মন্দিরের ভূমি পুজো অনুষ্ঠান। ঐদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা বজরং দলের ফেইসবুক পেইজে বজরং দল রাম মন্দির নিয়ে ছবি সহকারে একটি পোস্ট করেছিলো। উত্তর ত্রিপুরা বজরং দলের ফেইসবুক পেইজে রাম মন্দির নিয়ে পোস্ট করার পর চুরাইবারি থানাধীন পূর্ব চুড়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজুল হোসেন (২৫) পিতা হারিছ আলী ওই পোস্টে সনাতন ধর্ম ও প্রভু রামকে নিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ লিখে কমেন্ট করে,এমনটা উত্তর ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ আগস্ট।। নারী নির্যাতন এবং নারীর উপর অত্যাচার যেন কোনোভাবেই কমছে না রাজ্যে স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার করার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা, গোমতী জেলার উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানা ধীন মাতাবাড়ি কাশীরাম কলোনি এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম সুমিত্রা ধৃষি দাস।

ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় উদয়পুর মহাকুমায়। অভিযোগের আঙুল স্বামী কমল ধৃষি দাসের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী কমল ধৃষি দাসের কঠোর শাস্তির দাবি জানান মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনরা এবং পাড়া-প্রতিবেশীরাও।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্ত্রীর গায়ে আগুন লাগিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ। এরপর প্রত্যক্ষদর্শীরা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর দিলে দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছে অগ্নিদগ্ধা গৃহবধূকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াই কর্তব্যরত চিগিৎসক প্রাথমিক চিগিৎসা করে জিবি হাসপাতালে রেফার করলে পরবর্তী সময়ে মৃত্যু হয় অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর।

মৃত গৃহবধূর দুই ছেলে আছে এবং পুনরায় তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলো বলে জানা যায়। এদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত কমল ঝৃষি দাস এর নামে থানায় মামলা করবেন বলে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন জানান। থানায় মামলা খবর শুনে অভিযুক্ত কমল ঋষি দাস পালিয়ে যায় পরবর্তী সময়ে গর্জিথানার ওসি শান্তনু দেববর্মা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শান্তির বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

প্রতিবেশীদের সংঘবদ্ধ হামলায় সাব্রুমে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ আগস্ট।। সারা বিশ্বের সাথে যখন রাজ্যে করোনা ভাইরাসের মহামারির জন্য লকডাউন চলছে এখোনও বন্ধ নাই রাজনৈতিক সন্ত্রাস দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার প্রান্তিক মহকুমা সাব্রুমে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে , সাব্রুম মহকুমা সাতচাদঁ আর ডি ব্লকের অধীনে সাব্রুম থানার অন্তর্গত রতনমনি এডিসি ভিলেজের এক নং ওয়ার্ডের বাসীন্ধার সাধন দাস (৫৮) গতকাল রাত্রি বেলা যখন বাজার থেকে বাড়ীতে ফিরছিলেন তখন মদমত্ত অবস্থায় এলাকারই পাঁচজন দুস্কৃতিকারীরা সাধন দাসকে এলোপাতাড়ি দা দিয়ে কোপাতে থাকেন বলে অভিযোগ করেন সাধন দাস। অভিযুক্ত দুস্কৃতিরা নির্মল ঘোষ , রাজীব ঘোষ, প্রাণজিৎ ঘোষ , জীবন রায় এবং অলক রায়েরা। এদের সকলেই বাড়ি রতনমনি এডিসি ভিলেজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের দু'মাসের মধ্যে নববধুর রহস্যজনক মৃত্যু তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ৮ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার জয়নগরে বিয়ের মাত্র দু মাস পর এক গৃহবধুর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। মৃত গৃহবধূর নাম বীণা দাস। স্বামীর নাম সন্তোষ দাস।পরিবারের তরফ থেকে বলা হয়েছে গতকাল রাতে খাওয়াদাওয়ার সময় হঠাৎ গৃহবধূ বীণা দাস অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহবধূর বাপের বাড়িতে খবর পাঠানো হয়।বাপের বাড়ির লোকজন ছুটে আসার আগেই গৃহবধূকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।অবশ্য মৃত মহিলার গায়ে কোন ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হঠাৎ কিভাবে গৃহবধূর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ জেলায় বন বিভাগে ঘুঘুর বাসা চোরাই গাছের লগের চাঙ্গা ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ আগস্ট।। দক্ষিণ জেলা বন দপ্তরের কর্মী ও বন দস্যুদের নিগুর সখ্যতায় বিশাল কামাই বাণিজ্য চলছে বিলোনিয়াতে। কখনও পয়সার নিরিখে সমঝোতা করে ছেড়ে দিচ্ছে বালু বোঝাই গাড়ি কখনো বা মোটা টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার চোরাই কাঠ। এভাবেই সমগ্র দক্ষিণ জেলার বনদপ্তরে একশ্রেণীর বনকর্মী ভালোই উপার্জন করে যাচ্ছে বলে লোকমুখে গুঞ্জন শুনা যাচ্ছে।

রক্ষক যেখানে ভক্ষক হয়ে যায় , বনভূমির গাছকে রক্ষার ব্যাপারে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। গাড়ি ভর্তি অবৈধ সেগুন গাছের লগ গোপন খবর থাকা সত্ত্বেও,

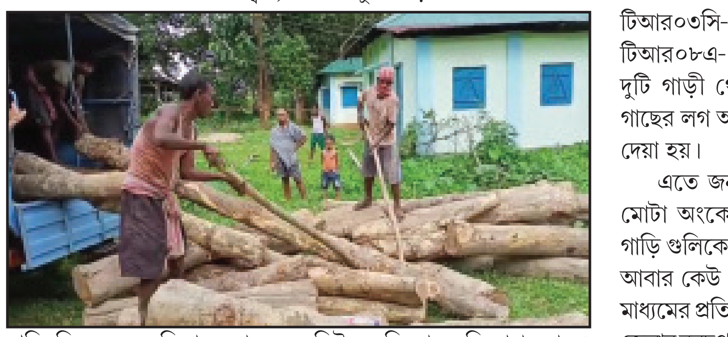

গরিমসি চলছে অভিযানে নামবে কিনা। অগত্য বাধ্য হয়ে লোক দেখানো অভিযানে নেমে বিলোনিয়ার দক্ষিণ সোনাইছড়ি এবং রতনপুর বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে সেগুন গাছের লগ ভর্তি দুটি গাড়ি আটক করে জেলার বিট অফিসার বিকাশ দাস। অবৈধভাবে মজুত রাখা গাছের লগ ভর্তি গাড়ি গুলি কে নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া জেলা ফরেস্ট অফিসে। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তির কারণে ফরেষ্ট আইনে গাড়ি গুলিকে আটকে না রেখে , টিআর০৩সি-১৬৭৭ বুলরো এবং টিআর০৮এ-১৭২৯ নম্বরের এই দুটি গাড়ী থেকে অবৈধ সেগুন গাছের লগ আনলোড করে ছেড়ে দেয়া হয়।

এতে জনগণ ধারণা করছেন মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে গাড়ি গুলিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা এ খবর পেয়ে জেলার বনদপ্তরের এসে পড়ার ফলে কোন উপায় না দেখে বিট অফিসার বিকাশ বাবু গাছের লগ গুলিকে রেখে দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। সাংবাদিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণেশ পূজা দোরগোড়ায়। মূর্তি তৈরীতে ব্যস্ত শিল্পীরা। শনিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৯৬ ◘ ৯ আগস্ট ২০২০ ইং ◘ ২৪ শ্রাবণ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জাতীয় শিক্ষানীতি

শিক্ষায় অগ্রসর দেশ বা রাজ্যে উন্নয়নের পথ মসৃন হওয়ার সুযোগ ঘটে। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতখানি শিক্ষার সাফল্য মিলিবে তাহা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। ভারতের স্বাধীনোত্তর কালে ইংরেজ শাসিত দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল সেখানেও দেখা গিয়াছে শুধু ইংরেজী নয় বাংলা ভাষায় শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আজও আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আগলাইয়া রাখিতে চাই তাহার বিকল্প যেন আর নাই। ইংরেজ শাসনাধীনে ইংরেজী ভাষার আধিপত্য থাকিলেও অন্যান্য ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সম্মান প্রদর্শনের প্রবণতা দেখা গিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু শিক্ষার জগতেই নিজেকে বিলাইয়া দেন নাই। তিনি ছিলেন একজন খুব শক্তিশালী সমাজ সংস্কারক। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাল্য বিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহের এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার নিরলস সংগ্রাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। শুধু ঈশ্বরচন্দ্র নহে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা ছিল তাহা আজও সমান ভাবে স্মরণীয়। তিনি ইংরেজ শাসকের সঙ্গে বিভিন্ন বিতর্কে অংশ নিয়া সতীদাহ প্রথা রোধ করিবার ক্ষেত্রে যে সাফল্য দেখাইতে পারিয়াছেন তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। ঈশ্বরচন্দ্র ও রামমোহন ভারতবর্ষের দুই দিকপাল। সমাজের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া এক স্বচ্ছ ও অনাবিল সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাই আজ আমাদের প্রাণিত করিতেছে। সেই ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয় হইতে বাংলা ও ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ক্রম বিবর্তন আমরা দেখিয়াছি তাহারা মূল্যায়ণ কতখানি হইয়াছে তাহা বলা মুশকিল। তবে, ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক দিকপাল। তাঁহার তুলনা হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র না থাকিলে বাংলা ও বাঙালীর ভাষার যে গর্ব তাহা বিলীন হইয়া যাইত। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন প্রণয়নের যে প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে তাহা নিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তুমুল বিতর্ক দানা বাধিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি একুশ শতকের ভারতের চাহিদাকে মাথায় রাখিয়া উন্নয়নের নতুন শিখর ছোঁয়ার লক্ষ্যে তৈরী করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার ইউজিসি আয়োজিত 'কনক্লেভস অফ ট্রেন্সফরমেশন রিফর্মস ইন হায়ার এডুকেশন আন্ডার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতিতে স্কুল পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন, এমফিল বন্ধ সহ শিক্ষা পদ্ধতির বদল নিয়া ব্যাখা দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলিয়াছেন, এই নীতি নয়া শতাব্দিতে আমাদের নয়া দিক নির্দেশ দিবে। তাই এই নীতির প্রয়োগ নিয়া আলোচনা করুন, রণনীতি তৈরী করুন, রোডম্যাপ বানান, সময় সীমা স্থীর করুন। শুধু সরকারী নির্দেশিকা জারি করিয়া নয়া শিক্ষানীতি কার্য্যকর করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, নতুন শিক্ষা নীতিতে প্রযুক্তি ও প্রতীভার মেলবন্ধন ঘটিবে। দৃষ্টিভঙ্গী বদলাবে সমাজের। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি চালুর ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত। অন্যদিকে বিরোধীরা জাতীয় শিক্ষানীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। বিরোধীদের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতিতে বেসরকারীকরণ শিক্ষা নিয়া বাণিজ্যের রাস্তা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সিপিআইএম বলিয়াছে, নয়া শিক্ষানীতিতে অনেক মিষ্টিকথার আবরণ থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত কোনও কিছুই বিশদে রূপায়নের কথা বলা নাই। নীতির পরিবর্তে ইহাকে দৃষ্টিভঙ্গীর দলিলই বলা ভাল। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে সিপিএমের কথায় তিন বছরের শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হইতেছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। নয়া শিক্ষানীতিতে বেসরকারীকরণের রাস্তা খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। বিকল্প শিক্ষার মডেলের নাম করিয়া সংঘ পরিবার ও তাহাদের সহযোগিদের জন্য জায়গা করিয়া দেওয়া হইতেছে। অসরকারী স্কুলে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার কথা বলিয়া সরকারী স্কুলের ব্যবস্থাকে আরও দূর্বল করা হইতেছে। স্কুলশিক্ষার বাণিজ্যিকরণের যে রমরমা চলিতেছে তাহা নিয়ে এই নীতি নীরব। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণের উপর এইসব ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। অস্বচ্ছ কথার আড়ালে ৬ হইচে ১৪ বছর বয়সী সকলের শিক্ষার যে নিশ্চয়তা রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাহা এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের রাস্তা খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। উচ্চশিক্ষায় দরিদ্র, দলিত, আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্র অন্যান্য প্রান্তিক অংশ যে বৈষম্যের শিকার তাহা বলা হয়নি এই শিক্ষানীতিতে। সংরক্ষণ কথাটিই নাই এই নীতিতে। কর্পোরেট ধাঁচে যেমন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চলে তেমনই চলিবে। উচ্চশিক্ষায় সরকারী বরাদ্দের কি হইবে তাহারও কোনও দিশা নাই। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে বারবার শিক্ষানীতির বদল ঘটিয়াছে। সেই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুসৃত পথ আজও যেমন আছে আবার অন্যদিকে এই পথ বিস্মৃত হইবার চাপ সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। শিক্ষা দেশকে উন্নত করে, দেশের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করে, সেই শিক্ষা যদি সার্বজনীনতা না পায় সমাজের গরীব দুর্বল অংশের মানুষ যদি বঞ্চিত হয় সেখানে শিক্ষানীতির মূল আবেদনই উপেক্ষিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন এবং রূপায়ণের ক্ষেত্রে অনেক বেশী সচেতন, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছ হইতে হইবে। তাহা না হইলে জাতীয় শিক্ষানীতি অর্থহীন হইয়া পড়িবে সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রামনগরে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন

রামনগর, ৮ আগস্ট (হি. স.) : বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারনে প্রেমিকার পরিবারের লোকেদের হাতে খুন হতে হল এক ব্যক্তিকে। নিহতের নাম আজিজুল হক মণ্ডল(৫০)। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলার রামনগর থানার পশ্চিম দুর্গাপুর এলাকায়। শনিবার সকালে এলাকা থেকে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় আজিজুলের। রামনগর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, পেশায় মার্চেন্ট নেভি আজিজুল। কর্মসূত্রে গুজরাটে থাকতেন তিনি। কয়েকদিন আগে সরিষাতে নিজের ভাড়ার বাড়িতে ফিরেছিলেন। শুক্রবার সেখান থেকে নুরপুরে দেশের বাড়িতে যান তিনি। এর পরেই পরিবারের লোকজন জানতে পারে আজিজুল খুন হয়েছে। পরে ডায়মন্ড হারবার মর্গে গিয়ে পরিবারের লোকজন দেহ শনাক্ত করেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, জমি ও টাকার জন্য আজিজুল হক মন্ডলকে খুন করেছে সালাম মল্লিক।

অবশ্য পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পশ্চিম দুর্গাপুরের এক মহিলার সাথে দীর্ঘদিন বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন আজিজুল। তাদের এই সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেননি মহিলার পরিবারের লোকজন। ওই মহিলার স্বামী কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকেন। শুক্রবার রাতে আজিজুল হক মন্ডল পশ্চিম দুর্গাপুরের ওই মহিলার বাড়িতে গেলে পরিবারের লোকজন তাকে বেধড়ক মারধর করে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ভাঙড়ে

ভাঙড়, ৮ আগস্ট (হি. স.): এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগণার ভাঙড় থানার অন্তর্গত চন্দনেশ্বর এলাকায়। মৃতার নাম তাহারজান বিবি মল্লিক(৬০)। ভাঙড় থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। শনিবার সকালে ভাঙড় থানার পুলিশ স্থানীয় সূত্রে খবর পায় যে চন্দনেশ্বর এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে এক বয়স্ক মহিলার দেহ ঝুলছে। তড়িঘড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে শুক্রবার বিকেলে নিজের বড় মেয়ের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে

স্বাধীনতার সাতকাহন : মনীষী স্মরণ

রজনীগন্ধার থেকেও পবিত্র

শুভঙ্কর দাস

মনীষীদের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিবছর স্মরণ করে যাই। তাদের প্রতিকৃতিতে এবং আবক্ষ মূর্তিতে রজনীগন্ধার মালা দিয়ে নিজেদের আত্মশুদ্ধি অনুভব করার চেষ্টা করি। সঙ্গে থাকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ডালি। বঙ্গভূমিতে মনীষীদের অভাব নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষুদিরাম বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ সকল মনীষীদের কার্যত দেবতার আসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রজনীগন্ধা, ধূপকাঠি গন্ধে কোথাও যেন সেই মনীষীদের স্পর্শ আমরা পেতে চাই। কিন্তু তার পরদিন থেকেই গতানুগতিক জীবনধারায় নিজেদের নিয়োজিত করে থাকি। এই সকল মনীষীরা কিভাবে সমাজকে পরিবর্তন করল। মানুষের মননশীলতাকে কি ভাবে জাগ্রত করল।তাঁদের আদর্শ ও চেতনার উন্মেষ আমাদের কি আদৌ ভাবায়। এইসব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে " না "। যদি গোটা সমাজ তাদের দেখানো পথেই চলত তবে আজ ভারতের চিত্রটা ভিন্ন হতে পারতো। আসলে মনীষীদের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিনে কয়েকটা বাঁধাধরা কবিতার লাইন সঙ্গে সুসজ্জিত পোশাক পরে নিজের সংস্কৃতিক মনস্কতা তুলে ধরার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা কতটা শ্রদ্ধা করি তার মূল পরীক্ষা শুরু হয় বাইশে শ্রাবণ এর পরের দিন থেকে। তখনই আমাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে। কারণ আমরা আজও কবিগুরুর দেখানো পথে চলতে পারিনি। তাঁর রচিত সৃষ্টির মধ্যে যে আদর্শ ছিল। সেই পথে চলতে আমরা ব্যর্থ। আরো ভেঙ্গে বললে আমরা কোনদিনই সেই পথে চলার চেষ্টা করিনি। আসলে রজনীগন্ধার ফুলের থেকেও পবিত্র যে মনীষীদের চেতনা সেটাকে আমরা অগ্রাহ্য করে চলেছি।

প্রতিবছর ধুমধাম করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী ২৫ শে বৈশাখ এবং প্রয়াণ বার্ষিকী বাইশে শ্রাবণ প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উদযাপন করা হয়। বিগত ১১ বছর ধরে আয়োজনের আধিক্য বেড়েছে।

এমনকি কবিগুরুকে নিয়ে রাজনীতিও কম হয়নি। গেরুয়া থেকে সবুজ শিবির প্রত্যেকে মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করে গিয়েছে। কিন্তু কবিগুরু যে আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম প্রবন্ধ লিখেছিলেন, "বাহ্য বিধি-নিষেধের পবিত্রতা নয়। পবিত্রতা চিত্তের নির্মলতা।" আসলে তিনি মানব হৃদয়ের মধ্যে বিশ্ব মানবচিত্তের উদ্বোধন চেয়েছিলেন। কিন্তু আজও ভারতের মতন দেশে জাতপাত, ধনী-গরীব যে চরম শ্রেণী বৈষম্য তৈরি হয়েছে সেখানে প্রাসঙ্গিক কবিগুরুর আদর্শ। কিন্তু কবির সেই আদর্শ কার্যকর করার লোক কোথায়। ওই একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে। সেই জানে সত্যকে।" এখানে বিশ্বকবি বলতে চেয়েছিলে মানুষের হৃদয় যখন সহানুভূতিশীল অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠবে তখনই সমাজ মানবিক হবে। অহংকারের মধ্যে মহানুভবতা নেই। মহানুভবতা রয়েছে মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে। কিন্তু আজ যখন দেখা যায় করোনা মহামারীর ফায়দা তুলে বেসরকারি হাসপাতালগুলো খরচের নামে রীতিমতো লুটপাট চালাচ্ছে। যখন দেখি অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাবে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে যখন ভাইরাল হয় যে জলের অভাবে তেষ্টায় করোনা রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। তখন মনে প্রশ্ন জাগে হায় কবি তোমার আদর্শকে তারা মানছে না।তোমার প্রতিকৃতি সামনেই নিরীহ নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের ওপর লুটপাট চালাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনা ও মননশীলতা বর্তমান সময় বাঙালির এলিট শ্রেণীর একাধিপত্য বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকল স্তরের মানুষকেই নিজের লেখনীর মধ্যে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছেন। তাঁর আফ্রিকা কবিতায় শোষক শ্রেণীর শোষণের ইতিকথা ফুটে উঠেছে। "এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে, নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে, এল মানুষ ধরার দল গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য হারা অরণ্যের চেয়ে। সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।" আফ্রিকার কবিতার প্রতিটা লাইন আজও সমানভাবে আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু এগুলিকে আমরা মনে রাখতে চাই না। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার মধ্যে নিজেদের নিহিত রাখতে চাই। মনের রোমান্টিকতা আস্বাদনের জন্য আমরা এই কাজ করে চলেছি। যেদিন আমরা প্রকৃত ভাবে আফ্রিকা কবিতার প্রতিটি লাইনকে হৃদয়ের অন্তস্থল অনুভব করব এবং সমাজে কার্যকর করার চেষ্টা করব সেই দিন এই সমাজ মানবিক হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমূহ প্রবন্ধে দাবি করেছিলেন যে ম্যালেরিয়া, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ এগুলি কেবলমাত্র উপলক্ষ। মূল ব্যাধি দেশের মজ্জায়। খাদ্যশস্য, পানীয় জলের অভাব ছিল না। দেশ তখন স্বচ্ছল। কিন্তু এখন অন্নের অভাব দেখা দিয়েছে। এবং পানীয় জল দূষিত হয়ে গিয়েছে। তাই প্লেগ আমাদের দেশ অধিকার করে রয়েছে। পুষ্টির অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত। দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্মূল্য, তেল যা কলকাতা থেকে আসে সেটা আদৌ সরষের তেল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন কবিগুরু। মাছের দাম প্রাচুর্যে ভরা সেটা সেই সময় অনুভব করেছিলেন তিনি। মানুষের মূল সঞ্চয় যে ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে চলেছে পরাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে সেই কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অপুষ্টিজনিত কারণে মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা যে ভেঙে পড়েছে সেটা বর্তমানে করোনা এসে দেখিয়ে দিয়ে গেল। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে গেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম আহারের প্রয়োজন। অর্থাভাবে জেরে আজ সিংহভাগ দেশবাসী কোনরকমে দুই মুঠো অন্ন, ডাল দিয়ে দিনযাপন করছেন। সরকার বলছে "কাড়া" খেলেই রোগ-প্রতিরোধ বাড়বে। আসলে পুষ্টিকর খাবার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ক্রমাগত যে চলে যাচ্ছে সেই দিকটা আড়াল করার জন্য প্রশাসনিক কর্তারা এইসব কথা বলে চলেছে। লকডাউনের জেরে মানুষের আয় কমে গিয়েছে। এমনকি বহু সংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। ফলে পুষ্টিকর খাদ্য শুধু স্বপ্নেই থেকে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশবাসীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি নিয়ে তাঁর অপমানের প্রতিকার প্রবন্ধে সরব হয়েছিলেন। এই সময় যা আজও অর্থবহ।

সম্প্রতি সরকারের কাছে করোনায় মৃত্যু কেবলমাত্র শতাংশের হার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি ১০ লাখে কত মানুষ মারা যাচ্ছে সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে নিজেদের দায় এড়িয়ে চলেছে সরকার। সরকারি হাসপাতালের শয্যা ও অক্সিজেন সিলিন্ডার অপ্রতুল। সঙ্গে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং পরিকাঠামোগত অভাব রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালগুলি যথেচ্ছ চিকিৎসার খরচ আদায় করছে সাধারণের পকেট থেকে। জাল করোনা রিপোর্ট বার করে দেওয়ার চক্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করছে। অ্যাম্বুলেন্স নিয়েও হচ্ছে কালোবাজারি। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা মাত্রাছাড়া অর্থ দাবি করে চলেছে। হাসপাতালের ভেতরে পানীয় জলের অভাবে করোনা রোগীদের কাতর আবেদন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের পরিষেবা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "দীনদান" কবিতা আজও আমাদের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। যখন প্রয়োজন হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা তখন ধর্মীয় স্থানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের নামে গ্ল্যামারের ঝলকানি একেবারেই কাম্য নয়। সাংবিধানিক পদে বসে থাকা নেতাদের প্রকৃত কর্তব্য যে মানুষের সেবা করা সেটা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন কবিগুরু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যার জন্মদিন নিয়ে বঙ্গভূমি উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিব জ্ঞানে জীব সেবা যে ডাক বীর সেনাপতি দিয়েছিলেন, তা মানবজাতি ভুলতে বসেছে। বিবেকানন্দের সৌম্যদর্শন প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেই নিজেদের দায় সারছে সমাজ। স্বামীজীর শ্রেণীহীন, শোষনহীন সমাজের কথা বলেছিলেন তা বাস্তবায়নে বড্ড অনীহা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

তাই স্রেফ রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে কয়েকটা রবীন্দ্রসঙ্গীতময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে মনীষীদের শ্রদ্ধা দেখানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। তা সম্পূর্ণ করতে গেলে দরকার নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে সেইসব আদর্শ কার্যকর করা। যা রজনীগন্ধার থেকেও পবিত্র। আর সেটা করতে গেলে ভয় শূন্য চিত্ত নিয়ে করতে হবে।

ভারভারা রাও শাসককে প্রশ্ন করেন তাই তাঁর ঠাঁই কয়েদাখানায়

দেবর্ষি ভট্টাচার্য

পেন্ডিয়ালা ভারভারা রাও তেলেগু কবি, সাহিত্যিক অধ্যাপক সমাজের প্রতি গভীরভাবে দায়বদ্ধ একজন সংবেদনশীল মানুষ। তাঁর কবিতা প্রায় প্রতিটি ভারতীয় ভাষাতেই অনুদিত হয়েছে। ভারভারা রাও নিপীড়িত ভারতবাসীর দ্রোহচেতনার কবি, যে তাঁর সমগ্র জীবনটা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে উৎসর্গ করেছেন। ভারভারা রাও শ্রেণি বিভাজনের জর্জরিত এই অসম সামাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চান। ভারভারা রাও মৌলবাদী ধর্মান্ধতা নির্ভর রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। ভারভারা রাও শাসককে প্রশ্ন করেন। বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারভারা রাও রাষ্ট্রশক্তির চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করেন। এর নিট ফল হল, একের পর এক মামলা বর্ষণ এবং কারাগারের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কুঠুরির সঙ্গে বারংবার মোলাকাত। ১৯৭৩ সাল থেকে বিগত ৪৭ বছরের রাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে মোট ২৫টি মামলা রুজু করেছে,যার মধ্যে একটিও কাজ পর্যন্ত আদালতে প্রমাণিত হয়নি। চাইলে হয়ত তিনি অনুগত 'রাজকবি' হয়েই বাঁচতে পারতেন। তাতে পদ, যশ, খ্যাতি, কোনো কিছুরই অভাব থাকত না। কিন্তু অসাম্যে ভরপুর আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মার্কসাবাদী দ্রোহচেতনায় উদ্বুদ্ধ কবির নিশ্চিন্ত মনে শুধু চাঁদ, তারা, পুল নিয়ে কবিতা লেকার অবকাশ থাকে নাকি। তাঁর একের পর এক বক্তৃতা লেকা এবং কবিতার শব্দমালা বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল আগুনের প্রতিবাদী স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু স্বাবকতায় মোড়া বৃত্তের বাইরে পা রাখার স্পর্ধা দেখালেই যে 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের' চিত্রনাট্যের অমোঘ ভবিতব্য।

২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি মহারাষ্ট্রে ভীমা-কোরেগাঁওয়ে দলিত বিজয় দিবসে কবি ভারভারা রাও উপস্থিত ছিলেন, যেখানে পেশোয়ারদের সঙ্গে দলিতদের জাতিদাঙ্গার ঘটনা ঘটে। তখন থেকেই তাঁর পুনরায় গ্রেফতারি এবং হেনস্থার দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হয়ে যায়। অপেক্ষা ছিল শুধু একটি মওকার। ধৃত একজন মাওবাদীর চিঠিতে নাকি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার করার ষড়যন্ত্রে ভারভারা রাও লিপ্ত আছে বলে পুলিশ জানতে পারে। ভীমা কোরগাঁওয়ে মামলা এবং প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র লিপ্ত থাকার অভিযোগে ২০১৮ সালের ২৮ শে আগস্ট ভারভারা রাও সহ আরো চারজন বিশিষ্ট সমাজকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ভারভারা রাওয়ের জামাতে অধ্যাপক কে সত্যনারায়ণের বাড়িতেও পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি চালায় এবং তল্লাশি চলাকালীন পুলিশ যে সকল অবান্তর এবং মানবাধিকার লঙ্গনকারী প্রশ্ন করে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ, তা শুনলে প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবেরাও হয়ত লজ্জা পেতেন। কেন মার্কসবাদ পড়েন? কেনই বা মাও দে জং এর বই বাড়িতে? কেন গদরের গান শোনেন? কেনই বা বাবা আম্বেদকরের ছবি বাড়িতে টাঙানো ? ইত্যাদি। এই গ্রেফতারির পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল গণতন্ত্রে বিরোধী মত হল প্রেসার কুকারের সেফটি ভালভের মতো। খুলে নিলে প্রেসার কুকারে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সে যাত্রায় মহামান্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কয়েকমাস গৃহবন্দি থাকার পরে ২০১৮ সালের ১৭ই নভেম্বর পুণের পুলিশ ভারভারা রাওকে গ্রেফতার করে জেলবন্দি করে। সেই থেকেই ভারভারা রাওয়ের ঠিকানা কয়েদখানার অন্ধকার কুঠুরিতেই। দেশের মহামান্য শীর্ষ আদালতের একাধিকবারের পর্যপক্ষেণ, (অভিযুক্তকে) বেইল দেওয়া একটি নিয়মমাফিক ঘটনা, (তাঁকে) জেলে পাঠানোই ব্যতিক্রমী ঘটনা। অথচ বিগত ২২ মাস ধরে বিনা বিচারে জেলবন্দি ভারভারা রাওয়ের ক্ষেত্রে মোট পাঁচবার জামিনের আবেদন নাকচ হয়েছে। এমনকী প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের এই দেশব্যাপী গুণোত্তর অগ্রগতিকালেও ৮০ উর্ধ্ব অশীতিপর ভারভারা রাওয়ের জামিনে মুক্তি অধরাই থেকে গেছে। গত ২৮ মে মুম্বাইয়ের তালোজা জেলে অসুস্থ তেলেগু কবি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ায় তাঁকে স্থানীয় জেজে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু তার তিনদিন পরেই তাঁকে আবার জেলেই স্থানান্তরিত করা হয়। ভারভারা রাওয়ের শারীরিক অবস্থার এই আশঙ্কাজনক অবনতির কথা সরকার বাহাদুরের যে একেবারেই অজানা, তা কিন্তু মোটেই নয়। গত ১৯ জুন কয়েকজন সাংসদ অধ্যাপক রাওয়ের এই শারীরিক অবনতির কথা এবং তাঁর দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারকে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন, কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা। গত ১২ জুলাই তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতি মারফত জানানো হয় যে গতকাল অধ্যাপক রাওয়ের সঙ্গে দূরভাষে কথোপকথনের মাধ্যমে একথা স্পষ্টত বোঝা গেছে যে তিনি গুরুতর অসুস্থ, তাঁর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা এবং স্মৃতিভ্রংশতা প্রবলভাবে লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর পরিবার এবং নাগরিক সমাজের একাংশের অভিযোগ, রাষ্ট্র নাকি এমনিভাবেই মেরে ফেলতে চাইছে। মার্কসবাদী দ্রোহচেতনার সমাজকর্মীকে অবশেষে গত ১৩ জুলাই জেজে হাসপাতালে আবার ভর্তি করা হয়। ১৬ জুলাই তাঁর লালারস পরীক্ষার রিপোর্টে করোনা পজিটিভ আসে। আশ্চর্যজনকভাবে এতকিছু পরে ও দেশের নাগরিক সমাজ এবং সংবাদমাধ্যম কিন্তু প্রায় নির্বকারই থেকে যায়। রূপালি পর্দার জনপ্রিয় সুপার স্টারের করোনা সংক্রমণের খবর চাউর হতেই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে যজ্ঞ সহকারে পূজাপাঠ হয়, উৎকণ্ঠা ও সুস্থতা কামনার তরঙ্গে সামাজিক মাধ্যমের নিউজ ফিড প্লাবিত হয়ে ওঠে, অথচ মানুষের আধিকারের দাবিতে জীবনভর নিবেদিত জীবনভর নিবেদিত ৮০ উর্ধ্ব অশীতিপর কবির মুক্তি ও সুস্থতার জন্য সোচ্চার হওয়ার দায়টার কথা যেন বেমালুম ভুলে যাওয়া গেল।

বহুত্ববাদের এই বারতভূমিতে বহুধর্মের সমন্বয়, বঙ্গসংস্কৃতির সমন্বয় বহুমতের সমন্বয়। অথচ ভিন্ন মতবাদের মানুষদের প্রতি রোষানল বারংবার আছড়ে পড়ছে নির্মম ফ্যাসিবাদী কায়দায়। ইতিহাস সাক্ষী আছে, ফ্যাসিবাদ দেশপ্রেমের সুবিদাবাদী অলীক মিথ জনমানসে ছড়িয়ে বিরোধী মতবাদকে কীভাবে দেশদ্রোহীতার মোড়ক লাগিয়ে কারাগারে পচিয়ে মারে এবং বাকি সমাজকে কীভাবে তটস্থ করে রাখে। বর্তমান ভারবর্ষে বিরোধী মতবাদকে অবদমিত করার সবচেয়ে সহজ এবং বহুল ব্যবহৃত ফ্যাসিবাদী পন্থাটি হল বিরোধী মতের প্রবক্তদের আত্মপরিচিতিতে কোনো একটি বিসেষ আরোপিত পিতিচিতি'র লেবেল সেঁটে দেওয়া। মেন 'শহুরে নকশাল' নামক আরোপিত পরিচিতি'র বহুল প্রয়োগের উদাহরণ। অথবা রাষ্ট্রশক্তির বিরোধীতা এবং দেশ বিরোধীতাকে সমার্থক হিসেবে বাজারে চাউর করার ঘৃণ্য কৌশল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক আশীষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

বঙ্গমাতা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বদলে দিয়েছেন : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা ,আগষ্ট ০৮।। তাঁর মা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতির যে কোনও কঠিন সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন উল্লেখ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বলেছেন, তাঁর (বঙ্গমাতার) বঙ্গবন্ধুর প্যারোলে মুক্তি প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা বদলে দিয়েছে।

তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিকেে ত্র আমার মায়ের অবদান সম্পর্কে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়টি হল আমার মা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে, আমি দুঃখের সাথে বলছি, অনেক বড় নেতাই তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।’

বঙ্গমাতার ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে গোলটেবিল আলোচনায় যোগ দেয়ার জন্য প্যারোলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রস্তাব দেয়া হলে জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি (বঙ্গমাতা) সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা বলেন, ‘এই সঠিক ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত আইয়ুব খানকে (আগরতলা ষড়যন্ত্র) মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পথও বদলে দিয়েছিল।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘তিনি (বঙ্গমাতা) দলকে যোগ্যতার সাথে পরিচালনা করতেন (বিশেষত বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকাকালীন) এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দিতেন।’

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জেষ্ঠ্য কন্যা শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে গণভবন থেকে যোগদান করেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং গোপালগঞ্জ থেকে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা সংযুক্ত হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, ‘পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বঙ্গমাতাকেও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। যে কারণে তাঁকে (বঙ্গমাতাকে) বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদও করেছে।’ তিনি বলেন, ‘বঙ্গমাতা জানতেন এবং তাঁর বড় মেয়ে হিসেবে আমিও বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। কিন্তু তিনি কখনও মনোবল হারাননি।’ তিনি আরো বলেন, জাতির পিতাকে প্যারোলে মুক্তি দিলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বাকী আসামীদের কি হবে সেটা সব সময়ই বঙ্গমাতার চিন্তায় ছিল, কেননা ৩৫ জন আসামীর মধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হককে কারাগারেই হত্যা করেছিল পাকিস্তানী সামরিক জান্তা। এ সময় জাতির ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদানের সময়ও বঙ্গবমাতা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন তার উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘এটি কোন লিখিত ভাষণ ছিল না বা এজন্য বঙ্গবন্ধু কোন রিহার্সেলও করেননি।’ ভাষণ দিতে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুকে একটি কে খানিকটা বিশ্রামের সুযোগ করে দিয়ে বঙ্গমাতা তাঁকে একান্তে যে কথা বলেন, সে সময়ে সে কে উপস্থিত পরিবারের অপর সদস্য শেখ হাসিনা সে কথাও ভাষণে তুলে করেন।

বঙ্গমাতা বলেছিলেন,তুমি বাংলার মানুষের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছ কাজেই তুমি জান কি বলতে হবে। তোমার মনে যা আসে তাই বলবে, কারো কথা শোনার দরকার নেই।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আজ জাতির পিতার ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে ইউনেস্কো কতৃর্ক বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে তাঁর স্থান করে নিয়েছে। আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলারেে ত্র বঙ্গমাতার অবদান স্মরণ করতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন,ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনে বঙ্গমাতার বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল যেখানে সে সময়কার অনেক বড় বড় নেতারাও বিভ্রান্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন। শিশু একাডেমি প্রান্ত থেকে বঙ্গমাতার জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য এবং সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে একশ’ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ল্যাপটপ, দরিদ্র, অসহায় নারীদের মধ্যে ৩২শ’ সেলাই মেশিন এবং ১৩শ দরিদ্র নারীকে ‘নগদ’ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ২ হাজার টাকা করে প্রদান করেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রান্ত থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তারও বক্তৃতা করেন।গণভবন প্রান্তে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড় আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম। এছাড়া অনুষ্ঠানে সংযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতার জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি ভিডিও চিত্রও প্রদর্শিত হয়।

১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন জাতির পিতার সহধর্মিনী এবং শেখ হাসিনার মা’ বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের নির্মম বুলেটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ সপরিবারের নিহত তিনি। বঙ্গমাতার সংগ্রাম ও ত্যাগের কিছু খন্ড চিত্র তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, ‘ত্যাগের মধ্যে দিয়ে একটা সংসারকে সুন্দর করা যায়, একটা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করা যায়, একটা দেশকে সুন্দর করা যায়।’তিনি বলেন, ‘আব্বার যে আর্দশ, সেই আর্দশটা তিনি খুব সঠিক ভাবে তিনি ধারণ করেছিলেন। আর সেটা ধারন করেই তিনি নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন।’ ‘চাওয়া-পাওয়ার উর্ধে উঠে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে বড় আর কিছু হয় না। আমার মা সেই দৃষ্টান্তই দেখিয়ে গেছেন,’ যোগ করেন তিনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, ‘মহীয়সী নারী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছিলেন বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর এবং বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা। বঙ্গমাতা অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, মনোবল, সর্বসংহা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন এবং আমৃত্যু দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।’

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে বঙ্গমাতার জন্মদিন। সেই জন্মের পর ৩ বছর থেকেই পিতা মাতা সব হারিয়ে সারাটা জীবন শুধু সংগ্রামই করে গেছেন। কষ্টই করে গেছেন। কিন্তু এই দেশের স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতার জন্য তিনি যে কত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন সেটা আমরা জানি।সংসার সামলে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তার সহধর্মিনী সহযোগিতা করতেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ’প্রতিটি কাজে আমার মাকেও দেখেছি বাবার পাশে থেকে থেকে সহযোগিতা করেছেন। কখনো সংসারের কোন সমস্যা নিয়ে বিরক্ত করেননি বা বলেনও নি।’তিনি বলেন, বেশির ভাগ সময়ই তো আমার বাবা কারাগারে ছিলেন। একটানা দুই বছরও তিনি কারাগারের বাইরে থাকেন নি। কিন্তু আমার মা যখন কারাগারে দেখা করতে যেতেন তখন মা নিজেই বলতেন, ‘চিন্তার কিছু নেই।’ সব কিছু তিনি নিজেই দেখতেন।আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, ‘আমাদের মানুষ করার দায়িত্ব আমার মায়ের হাতেই ছিল। তার পাশাপাশি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ প্রতিটি সংগঠনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। নির্দেশনা দেওয়া বা বাইরের অবস্থা জেলখানায় থাকা আব্বাকে জানানো, বাবার নির্দেশনা নিয়ে এসে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া। এই কাজগুলো তিনি খুব দতার সঙ্গে করতেন।’

বঙ্গমাতার মধ্যে কোন অহমিকা বোধ ছিল না, উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমার বাবা যখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে ফিরে এলেন তখনও কিন্তু আমার মায়ের মধ্যে এই অহমিকা বোধ কখনো ছিল না এবং তিনি কখনো সরকারি বাস ভবনে বসবাস করেননি। ”কাজের জন্য আমার বাবা সকালে চলে আসতেন, বাড়ি থেকে নাস্তা করে চলে আসতেন। আবার দুপুরে আমার মা নিজের হাতে রান্না করে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। রান্নাটা সব সময় নিজের হাতে করতেন। তিনি যে প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী পাকের ঘরে গিয়ে রান্না করবেন সেই সমস্ত চিন্তা তার কখনো ছিল না, ’ বলেন প্রধানমন্ত্রী।

নিজের মায়ের হাতের রান্না সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমার মায়ের হাতের রান্না খুবই সুস্বাধু ছিল।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমরা শিা পেয়েছি বাবা-মায়ের কাছ থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে চলার। অন্তত তোমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় কে আছে তাকে দেখো। উপরের দিকে না, তোমার চেয়ে কে ভালো আছে সেটা তোমার চেয়ে খারাপ যারা আছে তাদের দিকে দেখো এবং সেটাই উপলব্ধি করো। কখনো নিজের দৈন্যতার কথা বলতেন না। কখনো কোন চাহিদা ছিল না। নিজে কোন দিন কিছু চাননি। সব সময় তিনি দিয়ে গেছেন।’প্রধানমন্ত্রী বলেন তাঁর মা’ গণভবনে বা সরকারি বাস ভবনে না থাকার কারণ সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, ‘তিনি বলতেন (বঙ্গমাতা) আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে সরকারি বাস ভবন বা শানশওকতে থাকবো না। তারা বিলাসী জীবনে অভ্যস্থ হোক সেটা আমি চাই না।’প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, ‘বিলাসিতায় আমরা যেন গা না ভাসাই সেটার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি সব সময় আমাদের সেই শিাই দিয়েছেন।’

বঙ্গমাতার দৃঢ়চেতা মনভাবের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ’৭৫ এর বিয়োগান্তক অধ্যায় স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, ‘পঁচাত্তরের ১৫ অগাস্ট বেগম ফজিলতুন নেছা মুজিব খুনিদের কাছে জীবন ভিা চাননি। নিজেও বাঁচতে চাননি। তিনি সাহসের সঙ্গে একথাই বলেছেন-আমার স্বামীকে হত্যা করেছো, আমি তাঁর কাছেই যাব’।শেখ হাসিনা বলেন, ‘সেখানেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। কাজেই জীবনে-মরণে তিনি আমার বাবার একজন উপযুক্ত সাথী হিসেবেই চলে গেছেন।’

ভারতের সাথে রক্তের সম্পর্ক, চীনের সাথে অর্থনৈতিক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা ,আগষ্ট ০৮।।পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন বলেছেন,চীন বাংলাদেশকে আট হাজারের বেশি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে এবং করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনও দেবে। এটা নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে কোনো বিতর্ক তৈরি হয়নি। তবে এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেকে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে অভিযোগ করে তিনি বলেন,ভারতের সাথে সুমদ্র, সীমান্ত, নিরাপত্তাসহ আমাদের বিভিন্ন সমস্যা দূর হয়েছে। ভারতের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক। আর চীনের সাথে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

শনিবার মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগর পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মন্ত্রী। চীন ও ভারতের করোনা ভ্যাকসিনের ট্রায়াল নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর মূল দায়িত্বে রয়েছে। আমি শুনেছি চীনা একটি কোম্পানি বিভিন্ন দেশে এ ধরনের গবেষণা করে। এটা সম্পূর্ণ গবেষণার বিষয়। আমাদের দেশের মানুষের জন্য যদি এ ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেটা নিয়ে সরকার চিন্তা করবে।

‘ভারত ও পাকিস্তান অক্সফোর্ডের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করছে। তবে আমরা এখনও এ বিষয়ে কারও সঙ্গে চুক্তি করিনি যা দুঃখজনক, ’ যোগ করেন তিনি।

ড় মোমেন আরও বলেন, ‘ভারত-চীনের মধ্যকার সমস্যা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই। আগামী বছর আমরা ভারতকে নিয়ে ৫০ বছর পূর্তি উৎসব করব। আমাদের বিজয় মানে ভারতের বিজয়। আবার ভারতের বিজয় মানে আমাদের বিজয়।’

এর আগে ড় মোমেন মুজিবনগর পৌঁছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন, জেলা প্রশাসক ড় মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী।

ভারতে কারাভোগের পর বাংলাদেশে গেলেন তাবলীগ জামায়াতের ১৪ জন

মনির হোসেন,ঢাকা ,আগষ্ট ০৮।ভারতে ৪০ দিন কারাভোগের পর তাবলীগ জামায়াতের ২৬৫ জন বাংলাদেশির মধ্যে ১৪ জনকে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে ভারত। শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশনে পাসপোর্টের কার্যক্রম শেষ করে বেনাপোল চেকপোষ্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের হস্তান্তর করা হয়। ফেরত আসা প্রত্যেকে পাসপোর্টধারী বাংলাদেশি যাত্রী ছিলেন। তারা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। ফেরত আসাদের ১৪ দিনের জন্য যশোরের ঝিকরগাছার গাজীর দরগাহের প্রাতিষ্ঠানিক হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

ইমিগ্রেশন পুলিশ সূত্র জানায়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৬৫ জন তাবলীগ জামায়াতের কর্মীরা পাসপোর্ট যোগে ভারতে যায়। ভারতে করোনা প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার সময় তাবলীগ সদস্যরা সেখানে অবস্থান করছিল।

তাবলীগের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে করোনা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে তারা। পরে সেদেশের পুলিশ তাদের আটক করে উত্তর প্রদেশের কেন্দ্রীয় জেল খানায় পাঠায়। সেখানকার আদালত তাদের ৪০ দিনের সাজা দেয়। সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ায় দুই দেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনার পর শুক্রবার দেশে ফিরে আসেন।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাসিন খান জানান, ভারতে আটক তাবলীগ জামায়াতের ১৪ বাংলাদেশি সদস্যকে ভারত আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। ফেরত আসা তাবলীগ সদস্যরা করোনা আক্রান্ত কিনা তা পরীার জন্য ইমিগ্রেশন মেডিকেল অফিসে পাঠানো হয়। সেখানে স্বাস্থ্য পরীা শেষে তারা প্রয়োজনীয় পদপে গ্রহণ করবেন।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল অফিসার হাবিবুর রহমান জানান, ফেরত আসা তাবলীগ সদস্যদের প্রাথমিকভাবে শারীরিক পরীা করা হয়েছে। যেহেতু তারা দীর্ঘদিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গণজামায়াতে মধ্যে ছিলেন। তাদের শরীরে করোনাভাইরাস আছে কিনা সেজন্য ১৪ দিনের জন্য সরকারি তত্বাবধানে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। শঙ্কামুক্ত হলে ১৪ দিন পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কর্তৃপ।

পদ্মশ্রী আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে মন্তব্য, বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্যকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বললেন স্বদলীয় নেতা মমিনুল

গুয়াহাটি (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না হোজাইয়ের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের। এবার অসমের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব কবি-লেখক, ঔপন্যাসিক পদ্মশ্রী সৈয়দ আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে চরম বিপাকে পড়েছেন বিধায়ক দেব।

বিধায়ক শিলাদিত্য দেব সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অসম সাহিত্য সভা-র প্রাক্তন সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেছেন। তিনি সৈয়দ আব্দুল মালিককে বৌদ্ধিক জেহাদি আখ্যায়িত করে ফের বিতর্কের উস্কানি দিয়েছেন।

অসমের কৃষ্টি সংস্কৃতির পুরোধা সর্বজনবিদিত ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের এ ধরনের দায়িত্ববোধহীন মন্তব্যের তীব্র ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। বৌদ্ধিক জেহাদি শব্দ প্রয়োগের বিরোধিতা করে শিলাদিত্য দেবকে অতি শীঘ্র প্রকাশ্যে অসমিয়া জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে দাবি করেছেন সৈয়দ মমিনুল আওয়াল। অন্যথায় তিনি শিলাদিত্য দেবের বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি গ্রহণে বাধ্য হবেন বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন।

সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান, অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মালিকের অসমের গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রয়েছে। সৈয়দ আব্দুল মালিক বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে অসমের প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের কাছে সমাদৃত এবং সকলের কাছে শ্রদ্ধাশীল ও সম্মানিত। এই ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের এ ধরনের অবাঞ্ছিত মন্তব্য কোনও অসমিয়া জাতি মেনে নেবেন না। ফলে এ ধরনের আপত্তিকর কটু মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে অসমিয়া জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছেন সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। অন্যথায় এর পরিণাম শিলাদিত্য দেবকে ভোগ করতে হবে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছেন তিনি।

সৈয়দ মমিনুল আওয়াল আরও জানান, পদ্মশ্রী সৈয়দ আব্দুল মালিক অসমের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) গরিয়া জনগোষ্ঠীর সৈয়দ বংশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। গরিয়া-মরিয়া দেশি জনগণের একাধিক সংগঠন রয়েছে বলে জানান তিনি। ‘অঘোর আত্মার কাহিনি’, ‘পরশমণি’, ‘ধন্য নর অনু ভাল’, ‘পুরুষমুখীর হাসি’, ‘রূপতীর্থের যাত্রী’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে অসমিয়া ভাষা সাহিত্যের সমৃদ্ধি করেছেন সৈয়দ আব্দুল মালিক।

উল্লেখ্য, অসমিয়া ভাষা সাহিত্যের প্রতি সৈয়দ আব্দুল মালিকের অপরিসীম অবদানের জন্য সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত গত প্রায় তিন মাস আগে একইভাবে সৈয়দ আব্দুল মালিককে বৌদ্ধিক জেহাদি আখ্যায়িত করে মঙ্গলদৈ কলেজের জনৈক অধ্যাপিকা রূপা রানি বিতর্কের সৃষ্টি করছিলেন। তাই বর্তমানে বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের এ ধরনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অসম সাহিত্য সভা, সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) এবং রাজ্যের অন্যান্য সংগঠনের কাছে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে আহ্বান জানিয়েছেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

নিজেদের ১২ জন বিধায়ককে রাজস্থান থেকে গুজরাটে নিয়ে গেল বিজেপি

জয়পুর, ৮ আগস্ট (হি. স.) : রাজস্থানে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রভাব এসে পড়ল বিজেপি ওপর।বিধায়ক কেনাবেচার থেকে নিজেদের দলীয় বিধায়কদের সুরক্ষিত করে রাখতে তৎপর গেরুয়া শিবির।মেবারের বাগর অঞ্চলের প্রায় ১২ জন বিধায়ককে গুজরাট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কয়েকজন বিধায়ককে জয়পুরে ডেকে নেওয়া হয়েছে। দলীয় মুখপাত্র রামলাল শর্মা এই কথা জানিয়েছেন। ১৪ আগস্ট থেকে রাজস্থান বিধানসভায় অধিবেশন শুরু হবে। মনে করা হচ্ছে এই অধিবেশনে আস্থা ভোটের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।কয়েকদিন আগে অশোক গেহলটের পক্ষে থাকা বিধায়কদের জয়পুর থেকে জয়সলমেরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বহু জন সমাজ পার্টির ছয় বিধায়ক কংগ্রেসের যোগ দেওয়া নিয়ে চলতি মাসের ১১ তারিখ হাইকোর্ট রায় শোনাবে। ফলে সতর্ক বিজেপি। নিজেদের বিধায়কদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে জেলার দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

করোনা-মুক্ত অভিষেক বচ্চন, ধন্যবাদ জানালেন চিকিৎসক-নার্সদের

মুম্বই, ৮ আগস্ট (হি.স.): অবশেষে করোনা-যুদ্ধে জয়ী হলেন অভিনেতা অভিষেক বচ্চন। শনিবার টুইট করে বিগ বি পুত্র অভিষেক লিখেছেন, প্রতিশ্রুতি আসলে প্রতিশ্রুতিই হয়। শনিবার দুপুরে আমার করোনা-রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আমি বলেছিলাম না, হারিয়েই ছাড়ব। টুইটারে অভিষেক আরও লিখেছেন, আমি এবং আমার পরিবারের সকলের জন্য প্রার্থনা করায় প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। নানাবতী হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

গত ১২ জুলাই করোনায় আক্রান্ত হন অমিতাভ বচ্চন। ওই একই দিনে নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর

ছয়ের পাতায়

মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে অভিযান চালাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি. স.): অযোধ্যায় সুবৃহৎ রাম মন্দির গড়ে তোলার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ফের একবার মহাঅভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকারী সভাপতি আলোক কুমার জানিয়েছেন, করোনা সংকট দূরীভূত হওয়ার পরে রাম মন্দির ট্রাস্টের নির্দেশের অনুযায়ী ফের একবার অর্থ সংগ্রহের জন্য অভিযান চালানো হবে।

শনিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দ্বারা আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আলোক কুমার জানিয়েছেন, দিব্য এবং জাকজমকপূর্ণভাবে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমি পুজো হয়েছে। ভারত সহ গোটা বিশ্ব উচ্ছ্বসিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে পুজো দিয়েছেন এবং পরে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে আনন্দিত সকলে। ভূমি পুজোর পরে এখন মন্দিরের নির্মাণ আজ শুরু হবার প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্বে। করোনার প্রকোপ কম হয়ে গেলে আমাদের কার্যকর্তারা দেশজুড়ে থাকা চার লক্ষ গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে। ১০ কোটি বাড়ির থেকে অর্থ সংগ্রহ করার

করোনা মোকাবিলায় নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলাগুলিকে কঠোর নির্দেশ দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি. স.): গোটা দেশজুড়ে বেড়ে চলা করোনা মহামারীর জেরে জেলাগুলিকে কঠোর নির্দেশ দিল কেন্দ্র।দেশের ১৩ টি জেলা প্রশাসনকে কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছে যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে হবে।সেই লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করে যেতে হবে। এই উপলক্ষে শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।এই বৈঠকে উপস্থিত থাকা ১৩ টি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের করোনা মোকাবিলা করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হয়েছে। যে ১৩টি জেলায় করোনার বাড়বাড়ন্ত সবথেকে বেশি সেগুলি হল বিহারের পাটনা, ঝাড়খণ্ডের রাচি, কেরলের তিরুবনন্তপুরম, অল পূজা, ওড়িশার গঞ্জম, অসমের কম্রু, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, মালদহ, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর প্রদেশ লখনৌ, দিল্লি। দেশের মোট আক্রান্তের ৯ শতাংশ এই ১৩ টি জেলার। দেশজুড়ে সবমিলিয়ে মৃত্যুর মধ্যে ১৪ শতাংশ এই জেলা থেকে হয়েছে।

রামের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য, মামলা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিন্দ্য সেনের বিরুদ্ধে

শিলচর (অসম), ৮ আগস্ট (হি. স.) : সমগ্র বিশ্ব যখন রামনামে মজে উঠেছে, তখন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে ফেসবুকে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়) ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক অনিন্দ্য সেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার অপমানজনক মন্তব্য করে ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছিলেন। ধর্মীয় ভাবাবেগে উপর্যুপরি আপত্তিকর, অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় একটি এফআইআর দয়ের করা হয়েছে। শিলচর গুরুচরণ কলেজের ছাত্র তথা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্য রোহিত চন্দ অধ্যাপক সেনের বিরুদ্ধে এফআইআরটি করেছেন।

অধ্যাপক অনিন্দ্য সেনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এজাহারে রোহিত লিখেছেন, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার অপমানজনক মন্তব্য করে ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিন্দ্য সেন। এতে হিন্দু ভাবাবেগ তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের মনে আঘাত লেগেছে। একজন অধ্যাপক হয়ে বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ নিয়ে বারবার অপমানজনক মন্তব্য করা উচিত হয়নি।

এফআইআর-এর ভিত্তিতে অধ্যাপক অনিন্দ্য সেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৫-এ, ২৯৪ ৫০১ ধারায় মামলা রুজু করেছে শিলচর সদর থানার পুলিশ। লাগাতার উস্কানিমূলক মন্তব্য, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত ইত্যাদির জন্য ২৯৫-এ ধারায়, কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার কটূক্তি এবং উস্কানিমূলক মন্তব্য করার দায়ে ২৯৪ ধারায় এবং সজ্ঞানে সামাজিক মাধ্যমে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার দায়ে ৫০১ ধারায় অধাপকের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অনিন্দ্য সেনের বিরুদ্ধে যে সব তথ্য প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে প্রথমে তা যাচাই করে দেখা হবে। গ্রেফতারের পরিস্থিতি দেখা দিলে পুলিশ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে কোনভাবেই উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তাপস পালের মৃত্যুর আসল কারণ কী ? জবাব চাইছে টলিউড

শারীরিক অসুস্থতা নাকি ''হত্যা''?অভিনেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ তাপস পালের মৃত্যুর কারণ নিয়ে তোলপাড় টলিউড। বুধবার আনন্দবাজার ডিজিটালের তাপসের স্ত্রী-র বিস্ফোরক অভিযোগ প্রকাশের পরেই টলিউডের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, ''অত বড় মাপের অভিনেতারও এমন পরিণতি হতে পারে?''গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তাপস। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেখানেই মৃত্যু হয় অভিনেতার। গত ৪ তারিখ, বুধবার রাতে তাপসের স্ত্রী নন্দিনী আনন্দবাজার ডিজিটালকে অভিযোগ করেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চুড়ান্ত অবহেলার ফলেই মারা গিয়েছেন তাপস। নন্দিনীর কথায়, ''১ তারিখ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার দেখলেন ওকে। বললেন, তাপসের ''হাইপোগ্লাইসিমিয়া'' হয়েছে, মানে হঠাত করে সুগার কমে গিয়েছে। আমাকে বলা হল, ''''আমরা অক্সিজেন দিচ্ছি। আপনি এই ফর্মটা ফিলআপ করে দিন।'''' আমি যখন ওই ফর্মটা ভর্তি করে হাসপাতালকে দিলাম, ওঁরা জানালেন, এখুনি ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। আমি ওঁদের বললাম, চিকিতসাটা শুরু হোক। সুস্থ হোক তো মানুষটা। বাড়ি গিয়ে ৫০ হাজার কেন, যা লাগবে তাই দিয়ে দেব। এখন সঙ্গে ৫০ হাজার নেই। আমি তো ওকে নিয়ে জাস্ট বেরিয়ে পড়েছিলাম। অত টাকা নিয়ে বেরোইনি।কিন্তু, আমার কথায় ওঁরা কান দিতে চাইলেন না। বললেন, ৫০ হাজার টাকা এখুনি দিতে হবে। না হলে..কোনওরকমে টাকার ব্যবস্থা হয়।''এই মুহূর্তে ন্যায়বিচারের আশায় তিনি মুম্বইতে রয়েছেন নন্দিনী। স্বামীর এ ভাবে চলে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি।গোটা ঘটনায় টলিউড কী বলছে?পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। বললেন, ''আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এ রকম যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। নন্দিনীদির অবশ্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আমার মতে নন্দিনীদি এবং হাসপাতালউভয়পক্ষেব স্টেটমেন্টই সামনে আসা দরকার।''শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। প্রথম আনন্দবাজার ডিজিটালের কাছ থেকেই ঘটনাটি জানতে পারেন তিনি। তাঁর গলাতেও বিস্ময়! শ্রাবন্তী বললেন, ''মানুষ এত ভরসা করে বাড়ির লোককে হাসপাতালে ভর্তি করে, তাঁদের উচিত মায়া-মমতা দিয়ে রুগীকে ভাল করা। মানুষ অসহায় হয়ে গিয়েই তো ভর্তি করে। সেখানে এমন একটা ঘটনা! তাপস পালের মত একজন স্টারের সঙ্গেই যদি এমনটা হতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে?''হাসপাতালে থাকতে চাননি তাপস পাল। বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন কলকাতায় নিজের কাজের জগতে আবার শুরু করতে চেয়েছিলেন প্রথম থেকে।অভিনেত্রী পায়েল সরকারের প্রথম বড় ব্রেক ''আই লাভ ইউ'' ছবিতে তাঁর দাদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাপস। নন্দিনীর অভিযোগ শুনে তিনিও শিউরে উঠলেন। বললেন, ''নন্দিনীদি যদি মনে করেন তিনি অভিযোগ জানাবেন, সব সময় আমাকে পাশে পাবেন। শুধু এই ঘটনার জন্যই নয়, এমনিতেও যে কোনও সমস্যাতে ওঁর পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করব আমি। কিন্তু সত্যিটা সামনে আসা দরকার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছেও জবাব চাইছি।''দীর্ঘদিন তাপস পালের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''যদি এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। আমি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।''তাপস পালের শেষ যাত্রাতেও সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তাঁর মরদেহের সামনে। সিঙ্গাপুর থেকে ঋতুপর্ণা বললেন, ''প্রথম আনন্দবাজার ডিজিটাল থেকেই জানতে পারলাম। কী বলব বুঝতে পারছি না। আমি শকড। প্রথমত তাপসদার মৃত্যু নিয়েই আমি এমনিতেই আপসেট ছিলাম। শেষেও তাঁর যতটা পাওয়া দরকার ছিল তিনি পাননি। আর এই খবর জানার পর... কী বলব, সত্যিই ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা।''তাপস পালের মৃত্যুর পর ফেসবুকে স্মৃতিচারণ করেছিলেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী। এ দিন সবটা শুনে তিনি বাকরুদ্ধ। বললেন, ''ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে আমি জানতে চাই এমনটা কেন করলেন ওঁরা? দে নিড টু আনসার। যদি সত্যিই উঠে আসা অভিযোগ সত্যি হয় তাহলে উপযুক্ত বিচার চাইছি। কিন্তু সত্যিটা আগে উঠে আসার দরকার। আর সে জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বয়ানটাও খুবই জরুরি।''অভিনেত্রী রুপাঞ্জনা মিত্রের কথায়, ''মানুষের জীবনের কি কোনও দাম নেই? শুধুমাত্র দেখাশোনার লোকের অভাব বলে এক জন মানুষকে বেঁধে রাখা যায়? নন্দিনী যে বলেছেন তাপসদাকে মেরে ফেলা হয়েছে, ভুল কিছু বলেননি। শুধু তাপস পাল কেন? বিভিন্ন বেসরকারী এবং সরকারি হাসপাতালে সাধারণ মানুষকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। নন্দিনীর উচিত উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া।''পরিচালক তুহিন সিংহের ছবি ''বাঁশি''-ই তাপস পাল অভিনীত শেষ সিনেমা। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানালেন তিনিও। বললেন, ''কয়েক মাস আগে তাপসদার সঙ্গে শুট করেছি। এক বারের জন্যও মনে হয়নি উনি এতটা অসুস্থ। কী ভাল শট দিলেন। খালি মনে রাখতে একটু অসুবিধে হত। সেটে সবার সঙ্গে কত হাসি-ঠাট্টা করতেন। কী যে হয়ে গেল। এই সময় নন্দিনীদি আর সোহিনীর পাশে সবার থাকা দরকার।''হতভম্ব টলিপাড়া। জবাব চাইতে মুম্বই গেছেন নন্দিনী।

করোনা ভাইরাস কী এবং কীভাবে ছড়ায় ? গুজব না ছড়িয়ে জানুন সত্যতা

গোটা বিশ্বে থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। দেরিতে হলেও এই মারক ভাইরাস এবার আক্রমণ শানাচ্ছে ভারতে। ইতিমধ্যেই গোটা দেশে অন্তত ২৮ জন রোগী করোনা কামড়ে আক্রান্ত। আরও বহু রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে, করোনার প্রভাব যতটা ভয়াবহ, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এর সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এই রোগ সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিলই নেই। এতে অকারণে বাড়ছে আতঙ্ক।

দেখে নেওয়া যাক, তেমনই কিছু গুজব এবং তার সত্যতা।১. মুরগির মাংস বা চিকেন থেকে করোনা হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুয়ো তথ্য। চিকেনের মাধ্যমে নোভেল করোনা ভাইরাস ছড়ায় না। মুরগি থেকে বার্ড ফ্লু-র মতো রোগ ছড়ালেও করোনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাই নিশ্চিন্তে চিকেন খান।২. করোনার কোনও চিকিৎসা নেই। এটা বাস্তব যে নোভেল করোনা ভাইরাসের কোনও প্রতিষেধক বা টিকা এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তার মানে এই নয় যে, করোনা হলেই প্রাণ যাবে। ডেঙ্গি বা টাইফয়েডের মতো জ্বর হলে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয়, সেই পদ্ধতিতে করোনা রোগীকেও সুস্থ করা যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, প্রচুর তরল পদার্থ পান, ফলমূল খাওয়া এবং জ্বর হলে প্যারাসিট্যামল খেয়ে করোনার হাত থেকে বাঁচা যায়। এক্ষেত্রে মানসিক সামর্থ্য প্রয়োজন।৩. করোনা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। পুরোপুরি সত্যি নয়। নোভেল করোনা ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না। সংক্রমিত ব্যক্তির নিশ্বাস বা তাঁর সংস্পর্শ থেকে ছড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির আশেপাশে না গেলেই হল।৪. মাস্ক পরলে করোনা থেকে দূরে থাকা যায়। এটি একেবারেই সত্যি নয়। আপনি মাস্ক পরলেও সংক্রমিত হতে পারেন। তবে, যাঁরা ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন তাঁদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা মাস্ক পরলে, তাঁদের থেকে অন্যদের সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। ৫. করোনা হলেই মৃত্যু অনিবার্য? উত্তর, একেবারেই নয়। গোটা বিশ্বে এখনও পর্যন্ত এক লক্ষের কাছাকাছি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে মৃত্যুর সংখ্যা মোটে ৩ হাজারের আশেপাশে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, করোনায় মৃত্যুর হার ২ শতাংশেরও কম। তাই অযথা, আতঙ্ক ছড়ানোর কোনও অর্থ হয় না।ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন দেশবাসীকে করোনা সম্পর্কে গুজব না ছড়াতে অনুরোধ করেছেন। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালের তরফেও পাঠকদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে গুজব ছড়াবেন না।সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন।বিদেশ পেরিয়ে ভারতেও থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। এখনও পর্যন্ত মোট ২৮ জন আক্রান্তকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। এবার মারণ রোগেও লাগল রাজনীতির রং। দিল্লি হিংসার দিক থেকে নজর ঘোরাতেই কেন্দ্রীয় সরকার করোনা নিয়ে অযথা প্রচার শুরু করেছে বলেই বিস্ফোরক অভিযোগ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার বুনিয়াদপুরে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করেন তিনি। চিনে করোনা মহামারির আকার ধারণ করেছে। প্রাণহানির নিরিখে সার্সের চেয়েও ভয়াবহ এই রোগ। চিনে অন্তত সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়েছে করোনা ভাইরাস। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আগেই সন্দেহ করেছিল চিনের পর ভারতেও থাবা বসাতে পারে করোনা। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে ইতিমধ্যেই ভারতে ২৮ জনের শরীরে মিলেছে করোনা ভাইরাস। ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ও ঘনবসতির জেরে যেকোনও মুহূর্তে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণের আশঙ্কাও এড়ানো যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে আতঙ্কের পারদ ক্রমশই ঊর্ধমুখী। বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি জরুরি বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খোঁজ নেন সামগ্রিক পরিস্থিতির। টুইট করে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।গুজবের জেরে যাতে দেশজুড়ে অকারণ বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে পড়ে, সেদিকে গোড়া থেকেই রাশ ধরেছে কেন্দ্রীয় সরকার।কিন্তু এই সতর্কতাকেই ভাল চোখে দেখছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি হিংসাকে ধামাচাপা দিতেই কেন্দ্রীয় সরকার করোনা সংক্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে বলেই অভিযোগ তাঁর। তিনি বলেন, "দিল্লি হিংসা নিয়ে নজর ঘোরাতে করোনার গুজব ছড়াচ্ছে। দিল্লিতে করোনায় কেউ আক্রান্ত হননি। অযথা করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না।''তবে বুনিয়াদপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুন না কেন ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকেও প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। তৈরি রাখতে বলা হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড আগেই তৈরি করা হয়েছিল। তবে শুধু একটিমাত্র হাসপাতালের উপর ভরসা রাখতে চাইছে না রাজ্য। তাই কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলার সমস্ত হাসপাতালগুলিতেও করোনা মোকাবিলার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত দেশবাসী। সংক্রমণ রুখতে নির্দেশিকা জারি করছে কেন্দ্র সরকার। এবার পড়ুয়াদের সতর্ক করতে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য মন্ত্রক। দিন কয়েক আগেই এই নির্দেশিকা রাজ্যগুলিকে পাঠানো হয়েছিল। বুধবার সেই নির্দেশিকা রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাল শিক্ষা দফতর। ওই নির্দেশিকায় করোনার সংক্রমণ রোধের উপায়ের কথা বলা হয়েছে।জারি হওয়া নির্দেশিকায় কয়েক দফা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে,বারবার হাত ধোয়া।দুজন ব্যক্তির কথা বলার সময় কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখা।করমর্দন-চুম্বন এড়িয়ে চলা।জ্বর-সর্দি-কাশি হলে গণপরিবহণে না চড়া।জ্বর-সর্দি হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া।হাঁচি-কাশির সময় মুখ, নাক ঢেকে রাখা।এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও সাংবাদিক বৈঠকে একই পরামর্শ দিয়েছেন। সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্দেশে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায়। যাতে গুজব এড়িয়ে পড়ুয়ারা আসল খবর জানতে পারে। একইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদেরও সতর্ক করতে পারে।

শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন আনুশকা

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন ''বাহুবলি''র নায়িকা আনুশকা শেঠি। গত বছর মুক্তি পাওয়া ''জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া''র পরিচালক প্রকাশ কোভেলামুদির সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধছেন বাহুবলি খ্যাত নায়িকা আনুশকা।বেশ কিছুদিন ধরে আনুশকা শেঠি এবং প্রকাশ কোভেলামুদির অন্তরঙ্গ হওয়ার গুঞ্জন ছড়াতে থাকে। এই গুঞ্জনের মধ্যেই শোনা যায়, ২০২০ সালেই প্রকাশের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন আনুশকা শেঠি। এর আগে ''বাহুবলি''র নায়ক প্রভাস ও এক ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। তখন আনুশকা এ''দুটি বিষয়ই অস্বীকার করেছিলেন। তবে এবারও আনুশকা এবং প্রকাশ এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।বর্ষীয়ান পরিচালক কে রাঘবেন্দ্র রাওয়ের ছেলে প্রকাশ নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেন ২০০৪ সালে তেলুগু সিনেমা ''বোম্মালতা'' দিয়ে। দক্ষিণের সিনেমা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করলেও কঙ্গনা রানাউতের সিনেমা ''জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া'' দিয়ে বলিউডে পা রাখেন প্রকাশ। কিন্তু বলিউডের জনপ্রিয় স্ক্রিপ্ট রাইটার কণিকা ধিলনের সঙ্গে প্রথমে গাঁটছড়া বাঁধেন প্রকাশ কোভেলামুদি। কিন্তু এ বিয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কণিকা ধিলনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এবার আনুশকা শেঠির সঙ্গে প্রকাশের অন্তরঙ্গতার গুঞ্জন ছড়ায়।এদিকে আনুশকার সঙ্গে ভারতীয় এক ক্রিকেটারের বিয়ের গুঞ্জন ছড়ানোর পর অভিনেত্রী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তার পরিবার যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন, তার সঙ্গেই তিনি নতুন জীবন শুরু করবেন। এ ছাড়াও বাহুবলি খ্যাত অভিনেতা প্রভাসের সঙ্গেও তার বিয়ের খবর ছড়িয়েছিল। সেই খবরও সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন এ অভিনেত্রী। সম্প্রতি চিরঞ্জীবীর সিনেমা ''সায়ে রা নরসিমা রেড্ডি''তে স্ক্রিন শেয়ার করেন আনুশকা শেঠি। নিসাবধান নামে আরও একটি সিনেমার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন দক্ষিণের এই অভিনেত্রী।সম্প্রতি বলিউডে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে পরিচালক প্রকাশ কোভেলামুণ্ডির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন অনুষ্কা শেট্টি। বেশ কয়েকদিন ধরে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে অনুষ্কা-প্রকাশকে। আর এই বছরের শেষেই নাকি সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন তাঁরা।অনুষ্কা শেট্টির বিয়ে নিয়ে বি-টাউনে জল্পনার শেষ নেই। কখনও শোনা গিয়েছে, বাহুবলী অভিনেতা প্রভাসকে বিয়ে করতে চলেছেন তিনি, কখনও আবার ভারতীয় দলের এক ক্রিকেটারের সঙ্গে জড়ানো হয় অনুষ্কার নাম। কয়েকদিন আগেই এক সাক্ষাতকারে অনুষ্কা খোলসা করেন, কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে সম্পর্কে নেই তিনি। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই অনুষ্কার প্রেম জীবনে আরও এক নয়া সংযোজনের খবর।ওরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলল: নন্দিনীপরিচালক কে. রাঘবেন্দ্র রাওয়ের ছেলে প্রকাশ। ''জজমেন্টাল হ্যায় কেয়া''-ছবির পরিচালক প্রকাশ কোভেলামুণ্ডি বি টাউনের বেশ জনপ্রিয় মুখ। ২০১৫ সালে দক্ষিণী ছবি ''সাইজ জিরো'' ছবিতে প্রথম একসঙ্গে কাজ করেছেন অনুষ্কা-প্রকাশ। আর তখন থেকেই ভাল সম্পর্ক দু''জনের। যদিও দু''জনের কেউ তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। এর আগে বলিউডের জনপ্রিয় স্ক্রিপ্ট লেখক কণিকা ঢিলোঁর সঙ্গে বিয়ে হয় প্রকাশের। তবে সে সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তাঁদের ডিভোর্সের পরেই অনুষ্কার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান প্রকাশ।আপাতত ''নিশব্দম'' ছবি নিয়ে ব্যস্ত ''বাহুবলী''-র দেবসেনা। ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে আর মাধবনকে। এপ্রিল মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে সেই ছবি। তবে সমস্ত ব্যস্ততার মাঝেই ডেট প্রকাশকে ডেট করছেন অভিনেত্রী, গুঞ্জন এমনই।

দক্ষিণ সুপারস্টার বিজয় শেঠুপাঠী এই বছর আমির খানের অভিনীত লল সিং চন্দ্দার সাথে বলিউডে পা রাখছেন

তিনি সবার কাছে পরিচিত। কৌতুক-নাটকটি পরিচালনা করছেন অদ্বৈত চন্দন এবং এটি হলিউডের কাল্ট ক্লাসিক ফরেস্ট গাম্পের অফিশিয়াল রিমেক যা টম হ্যাঙ্কস মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিল। আমির ও বিজয় ছাড়াও চন্দনের পরিচালনায় এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন কারিনা কাপুর খান।সবাই যখন পর্দায় খান ও সেতুপাঠিকে দেখতে অত্যন্ত উত্তেজিত, আমরা শুনতে পেলাম যে মুভিতে তার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আধুনিক শারীরিক রূপান্তরিত হবে। হ্যাঁ, ১২৩ টিলুগু ডটকম-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জুন থেকে লল সিং চাদ্ধার শুটিং শুরু করার আগে বিজয় ২৫ কিলো চালাবেন। আসলে, আমির ইতিমধ্যে ২১ কিলো হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তির জন্য আরও ঝুঁকবেন। বলিউড টিভি মুভিজ বক্স অফিস অফিস তামিল তেলুগু কান্নাডা মলালিয়াম হলিউড ওয়ালপেপার সেলিব্রিটি বলিউড মুভি ভিডিও সেলিব্রেটি ফটো ফটো বক্স অফিস তেলুগু মালায়ালাম কানাডা হলিউড বিগ বস শীর্ষ তালিকার ওয়ালপেপার নোটিফিকেশন হোম: বলিউড নিউজ লিয়াল সিং চাদে নেতৃত্বে কিলোস আর্মি অফিসারের ভূমিকায়? নম্রতা ঠাক্কর আপডেট করেছেন: বৃহস্পতিবার, ৫ মার্চ, ২০২০, ১৪:৪৪ গুআইএসটিণ্ন দক্ষিণ সুপারস্টার বিজয় শেঠুপথী এই বছর আমির খান অভিনীত লল সিং চন্দ্দার সাথে বলিউডে পা রাখছেন যে সবার কাছে পরিচিত। কৌতুক-নাটকটি পরিচালনা করছেন অদ্বৈত চন্দন এবং এটি হলিউডের কাল্ট ক্লাসিক ফরেস্ট গাম্পের অফিশিয়াল রিমেক যা টম হ্যাঙ্কস মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিল। আমির ও বিজয় ছাড়াও চন্দনের পরিচালনায় এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন কারিনা কাপুর খান।সবাই যখন পর্দায় খান এবং শেঠুপথিকে দেখতে পারা খুব উত্তেজিত, আমরা শুনেছি যে পরবর্তীকালে সিনেমায় তার ভূমিকার জন্য বিশাল শারীরিক পরিবর্তন ঘটবে। হ্যাঁ, ১২৩ টিলুগু ডটকম-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জুন থেকে লল সিং চাদ্ধার শুটিং শুরু করার আগে বিজয় ২৫ কিলো চালাবেন। আসলে, আমির ইতিমধ্যে ২১ কিলো হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তির জন্য আরও ঝুঁকবেন। ছবিটির কিছু অংশে, ভক্তরা আমির এবং বিজয়কে সেনা অফিসার হিসাবে দেখতে পাবেন এবং তাই উভয় অভিনেতা তাদের শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছেন।ছবিতে শিরোনামের চরিত্রে অভিনয় করা খান, ভায়াকম ১৮-এর সহযোগিতায় লাল সিং চাদ্ধা প্রযোজনা করছেন এবং৪২ বছর বয়সী এই অভিনেতা বর্তমানে তার আসন্ন তামিল অ্যাকশন-থ্রিলার মাস্টারের শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। লোকেশ কানগরাজ পরিচালিত সিনেমাটিতে সেথুপথী খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যেখানে থ্যালাপতি বিজয় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মাস্টার ৯২০ এপ্রিল, ২০২০ এ সিনেমা হলগুলিতে আসার কথা রয়েছেটঙ্স্রন্ঠ''ন এগুলিই না! বিজয় এই মুহুর্তে তাঁর প্লেটে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র রয়েছে যার অর্থ

ঈদে নতুন অ্যাকশন ছবিতে চেনা ফের পুরনো ছকে জিত

জিত মানেই পুরোদস্তুর অ্যাকশন ভরপুর কমার্সিলাল ছবি, এটাই যেন ট্রেন্ড গত কয়েক বছরে সুপারস্টার জিতের। ইদে আবার সেই চেনা ছকেই আসছেন জিত তাঁর নতুন ছবি নিয়ে। পরিচালক অংশুমান প্রত্যূষ পরিচালিত ''বাজি''তে জিতকে দেখা যাবে পুরোদস্তুর অ্যাকশন অবতারে।জিত এখানে আদিত্য, স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট এক চরিত্র। পরিচালকের দাবি, গত দু''-তিন বছরে অভিনেতাকে এই রূপে দেখেননি তাঁর ভক্তরা। পরিবারকে একটি ক্রাইসিস থেকে বাঁচাতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় আদিত্য। সেখানেই তার টক্কর হয় আর এক ধুরন্ধর ভিলেনের সঙ্গে। সেই চরিত্রে দেখা যাবে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে।''বাজি'' একটি তেলুগু ছবির অফিশিয়াল রিমেক। জিতের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ''অসুর'' ছিল মৌলিক গল্পের আধারে তৈরি। ফের রিমেকে কেন? মুচকি হেসে জিত বললেন, """"রিমেক নিয়ে আমার কোনও দিনই কোনও সমস্যা ছিল না। রিমেক ছবির অন্যতম উদাহরণ তো ''কবীর সিং''। ''বাগী থ্রি'', ''জার্সি'', অজয় দেবগণের নতুন ছবি. সবই তো রিমেক। সাউথে হোক বা বলিউড সব জায়গায় রিমেক হচ্ছে এবং চলছেও"""" ।পুরোদস্তুর বিনোদনমূলক ছবি বরাবরই জিতের চেনা এলাকা এবং এ বারও ছবি মুক্তির সময় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ইদ। ''বাজি''র

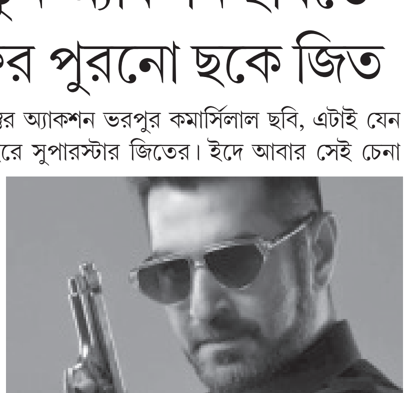

রাজকুমার হিরানির ছবিতে শাহরুখ , সম্পূর্ণ ছকভাঙা চরিত্রে

গত কয়েকবছরে একটাও হিট নেই শাহরুখের। ''শাহরুখ'' নামটা দেখেই ডিস্ট্রিবিউটর রা ছবি কিনেছেন , প্রচন্ড হাইপ সত্ত্বেও ছবিগুলি আশানুরূপ সফল হয়নি।তাই জিরো''-র পরে শাহরুখের ছবি নিয়ে বি টাউনে আলোচনার কোনও শেষ নেই।

শোনা গিয়েছে, রাজকুমার হিরানির সঙ্গে ছবি করছেন শাহরুখ এবং নায়িকা করিনা কপূর।কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুম্বইয়ের এক সংবাদসংস্থাকে জানালেন করিনা, তিনি শাহরুখকে শ্রদ্ধাও করেন। তাঁর সঙ্গে কাজ ও করতে চান। কিন্তু রাজকুমার হিরানির ছবিতে শাহরখের বিপরীতে তিনি থাকছেন না।তাহলে শাহরুখ কি চেনা ছকের বাইরে ফিরছেন ?রাজকুমার হিরানি এর আগে আমির খানের সাথে জুটি বেঁধে থ্রি ইডিয়টস আর সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে জুটি বেঁধে মুন্নাভাই সিরিজ উপহার দিয়েছেন।তবে ইরফানের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন করিনা। নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন অভিনয় থেকে ব্রেক নিয়ে এই ছবিতেই কামব্যাক করছেন ইরফান খান। আর ইরফানের আগামী ছবি ''আংরেজি মিডিয়াম''-এ দেখা যাবে করিনা কপূরকে। এ ছবিতে করিনার চরিত্রটি পুলিশের। ২০১৭-এ মুক্তি পাওয়া ছবি ''হিন্দি মিডিয়াম''-এর সিক্যুয়েল ''আংরেজি মিডিয়াম''। ছবিতে দিল্লিতে একজন ব্যবসায়ীর চরিত্রে দেখা যাবে ইরফানকে। ইরফানের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন রাধিকা মদন।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শনিবার আগরতলায় সরব হয় ডিএসও। ছবি- নিজস্ব।

কাল্পনিক আতঙ্ক সৃষ্টি করতে ফের সিএএ বিরোধী আন্দোলনের পথে

গুয়াহাটি, ৮ আগস্ট (হি. স.) : শান্তিপূর্ণ অসমে ফের নগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ বা কা)-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে নামার কি চেষ্টা চালাচ্ছে 'তথাকথিত জাতীয়তাবাদী স্বার্থান্বেষী চক্র'? কতিপয় ব্যক্তির আচরণে এমন আশঙ্কা করছেন অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা তথা বিজেপির মুখপাত্র সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। আজ শনিবার নিজের ফেসবুক পেজে ৪ মিনিট ৪১ সেকেন্ডের এক ভিডিও বার্তায় অসমিয়া সংস্কৃতি ও কা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মমিনুল।তিনি বলেন, অসমিয়া জাতির সমন্বয়ে চিড় ধরাতে এক কাল্পনিক অস্থিরতার বাতাবরণ তৈরি করতে কা-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করা হয়েছিল। এমন আশঙ্কার পেছনে অবশ্য যথার্থ যুক্তি তুলে ধরেছেন সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। তিনি বলেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের প্রথমদিকে তথাকথিত আন্দোলনকারীরা মিথ্যা পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছিলেন এই আইন গৃহীত হওয়ার ফলে অসমে এক কোটি হিন্দু বাঙালির প্রবেশ ঘটবে। এছাড়া রাজ্যের জনগণের ৭ বিঘার বেশি জমি রয়েছ এমন ব্যক্তিদের জমি অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশ থেকে আগতদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। চা-বাগানের শ্রমিক হিসেবে আগত বাংলাদেশিদের শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত করে চা বাগানের জমি আবণ্টনের চেষ্টা করবে সরকার। এভাবে বিভিন্ন মিথ্যা ও ভুয়ো তথ্য প্রচার করে জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে শান্তিপ্রিয় অসংখ্য মানুষজনকে আন্দোলনের নামে দেউলিয়পনার রাস্তায় নামিয়ে আনা হয়েছিল।

মমিনুল আওয়াল আরও বলেন, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ২০ ডিসেম্বর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাংবাদিক সম্মেলন করে জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, কা বিরোধী আন্দোলনের নামে সম্পূর্ণরূপে এক গুজব ছড়িয়ে খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। নেহাৎ কিছু সংখ্যক তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতাদের ন্যস্ত স্বার্থ চরিতার্থ করতে আন্দোলনের নামে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে বাঁকা পথে পরিচালিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী তখন বারবার জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের ফলে অসমের খিলঞ্জিয়া জনগণের কিঞ্চিৎ পরিমাণ ক্ষতি হবে না। মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল সেদিন আরও বলেছিলেন, এই আইনের বলে অসমের কৃষ্টি সংস্কৃতির রক্ষা কবচ, অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারা বাস্তবায়নে সরকার যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের প্রতিটি কথা পরবর্তীতে বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণত হয়েছে। অন্যদিকে কা বিরোধী আন্দোলনকারী নেতাদের উত্থাপিত ভুয়ো আশঙ্কা রাজ্যের খিলঞ্জিয়া জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে প্রচারিত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরুপে মিথ্যা উদ্দ্যেশ্যপ্রণোদিত বলেও প্রমাণিত হয়েছে।

ফলে কা বিরোধী আন্দোলনের গোটা ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে মমিনুল আওয়াল বেশকিছু যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, বর্তমানে রাজ্যের বহু ভূমিপুত্র জনগণের পরিবারবর্গকে জমির পাট্টা প্রদান করা হয়েছে, শহিদ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে, অসম আন্দোলনে নির্যাতিত সবাইকে সাহায্য করা হয়েছে। তাই সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলো ভূমিপুত্র জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ নাকি? এমন প্রশ্নও ছুঁড়ছেন কা বিরোধী আন্দোলনকারী তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদ্দ্যেশ্যে।

একইভাবে তিনি আরও বলেন, অসমের কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ সত্র-সমূহের উন্নয়নে ৭০০ কোটির বেশি টাকা বরাদ্দ করার পাশাপাশি খিলঞ্জিয়া অসমিয়া জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালনকারী 'অসম সাহিত্য সভা'র সামগ্রিক উন্নয়নে ১০ কোটি টাকার অনুদান বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ঠিক একইভাবে 'বড়ো সাহিত্য সভা'র জন্য ৫ কোটি এবং অন্যান্য ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ৩ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করেছে সরকার। এই পদক্ষেপ গুলোকে কি খিলঞ্জিয়া বিরোধী বলা চলে? কা বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এমন প্রশ্ন তুলেন সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

তিনি আরও বলেন, অসমের শিক্ষা ব্যবস্থায় অসমিয়া ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া, মিসিং, রাভা, কছাড়ি, ঠেঙাল কছাড়ি, সনোয়াল কছাড়ি, দেউরি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদগুলোকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করেছে বর্তমান বিজেপি সরকার। এছাড়া মরাং, মটক, কোচ, রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের ঘোষণা করেছে সরকার। সরকারের এই সব ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলো কি খিলঞ্জিয়া বিরোধী? এভাবে কা-বিরোধী আন্দোলনকারীদের উদ্দ্যেশ্যে একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়েছেন মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, কা বিরোধী আন্দোলনে কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের মতলবে সম্পূর্ণ ভুয়ো, মিথ্যা অ্যাজেন্ডা তৈরি করে রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষজনকে বিপথে পরিচালনা করে আশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল মাত্র। আন্দোলনকারীদের অযথা আশঙ্কানুসারে আজ সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল আইনে পরিণত হওয়ার এতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও একজনও বাংলাদেশি হিন্দু অসমে প্রবেশ করেননি। তাই নেহাৎ নোংরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অসমের জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে অপপ্রচারে ন্যস্ত হয়েছিলেন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতারা।

এদিকে, রাজনৈতিক ফায়দা তোলার মতলবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কা বিরোধী আন্দোলনে মাইলেজ পাওয়ার অপচেষ্টায় ন্যস্ত জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের মাপকাঠির মূল্যায়ন করতে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

শ্যামল চক্রবর্তীকে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ বিদায় নিয়ে প্রশ্ন নিয়ে মন্তব্য কন্যা উষসীর

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : করোনায় প্রয়াত সিপিএম-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা শ্যামল চক্রবর্তীকে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ শ্রদ্ধা জানানো নিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে শনিবার ফেসবুকে বিশদে মন্তব্য করলেন তাঁর অভিনেত্রী-কন্যা উষসী চক্রবর্তী। আইসিএমআর-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী করোনায় মৃতদের দেহ তাঁর পরিবারের হাতে দেওয়া হচ্ছে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুরসভা সেটিকে আড়ালে পুড়িয়ে দিচ্ছেন বা সমাধিস্থ করছেন। অথচ, শ্যামলবাবুর মরদেহ লাল দলীয় পতাকায় মুড়ে বেশ কয়েকজন কাছে থেকে মাল্যদান করেন। দেহবাহী শকটের পিছন পিছন শ্লোগান দিতে দিতে যান। সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।উষসী ফেসবুকে এ ব্যাপারে লিখেছেন, বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল একটাই। তাঁর দেহ যাতে দাহ করা না হয়।

মিছিল করে যেন নিয়ে যাওয়া হাসপাতাল। প্রিয় কমরেড অনিল বিশ্বাসের মত যেন চিকিতসকা বিজ্ঞানের স্বার্থে দান করা হয় মরদেহ।শতরূপ আর বিপুলদাকে বারবার করে বলে রেখেছিলেন ''আমার মেয়ে যদি অন্য কিছু বলে তোমরা শুনবে না।দাহ করবে না।

সোজা মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাবে ''আমার' অন্য কিছু 'বলার প্রশ্ন ছিল না।আমি জানতাম গোটা কলকাতায় মিছিল করে, ইন্টারন্যাশানাল গাইতে গাইতে কোনও একদিন আমরা বাবাকে মহা সমারোহে মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাব অন্তিম যাত্রায়। কিন্তু কোভিড তা হতে দিল না। দিল না ঠিকই কিন্তু কতগুলো প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল। মৃতদেহে একটি ভাইরাস সত্যিই কতক্ষণ বাঁচতে পারে এই নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য কি আছে? চিকিতসাবিজ্ঞানে কি এই নিয়ে কোনও গবেষণা হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে করা হোক। যদি এমন প্রমাণ হয় মৃতদেহে কয়েক ঘন্টা বা কয়েক মুহুর্তের পরে ভাইরাস আর বেঁচে থাকতে পারে না, তাহলে সেই সময়টুকু মৃতদেহ হাসপাতালে সংরক্ষিত রেখে, দরকার হয় প্যাকিং করেই তা তুলে দেওয়া হোক পরিবারের হাতে।সচেতনতা থাকুক।মাস্ক থাকুক। স্যানিটাইজারও থাক।কিন্তু অযথা প্যানিক বন্ধ হোক। মিছিল যে বাবা এত ভালবাসতেন সেই মিছিল করে বাবাকে বিদায় আমরা দিতে পারিনি ঠিকই কিন্তু সান্তনা একটাই - কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বাবার প্রিয়তম লালপতাকায় মুরে দিয়েছেন বাবার কমরেডরা। আর আমরা সবাই গাইতে পেরেছি বাবার প্রিয়তম গান ''শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড।এস মোরা মিলি এক সাথ।

গাও ইন্টারন্যাশানাল।মিলাও মানবজাত ''লাল সেলাম কমরেড।মাঠে, ময়দানে, কলে, কারখানায়, মিছিলে স্লোগানে লড়াই জারি থাকবে।এ ব্যাপারে সিপিএম-এর বক্তব্য, শ্যামলবাবুর দেহ বাড়ির লোক বা পার্টিকে দেওয়া হয় নি। হাসপাতালের মর্গ থেকে গেট পর্যন্ত শবানুগমন হয়েছে। গেটের সামনে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।তারপর মরদেহ নিয়ে গাড়ি ধাপার উদ্দেশ্যে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যায়। তখন কাউকে যেতে দেওয়া হয় নি।'

মণিপুরে চার চিকিৎসক এবং এক সেবিকা করোনায় আক্রান্ত, বিষ্ণুপুরে আতঙ্ক

বিষুওপুর (মণিপুর), ৮ আগস্ট (হি.স.) : একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চারজন চিকিৎসক ও এক সেবিকার করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের ঘটনায় মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ২ থেকে ৭ আগস্টের মধ্যে বিষ্ণুপুর লেইমপোকপাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সকলকে সতর্ক করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিষুওপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. এল গজেন্দ্র সিংহ জানান, লেইমপোকপাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চারজন চিকিৎসক এবং একজন সেবিকার দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সুরক্ষার খাতিরে ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরবর্তী আদেশ না জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, ২ আগস্ট থেকে ৭ আগস্ট অনেকেই ওই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। তাঁদের প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, গত ছয় দিনে ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাঁরা এসেছেন তাঁদের গৃহে একান্তবাসে থাকায় কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সারা দেশের সাথে মণিপুরেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। শুক্রবার শুধু বিষ্ণুপুর জেলায় নতুন করে ৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে, জেলায় এখন পর্যন্ত ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে, সারা রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩,৪৬৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১,৫৩০ জন সক্রিয় এবং ১৯২৬ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে, আজ (শনিবার) পাঁচ স্বাস্থ্য কর্মীর করোনা আক্রান্তের ঘটনা মণিপুর সরকারকে যথেষ্ট চিন্তায় ফেলেছে।

হেমতাবাদ বিধায়ক মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত মাবুদ সিআইডির হেফাজতে

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পরিবার সিবিআই তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। সেই মামলার শুনানিও শুরু হয়ে গিয়েছে। তার মাঝেই সিআইডির হাতে চলে এল ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত মাবুদ আলি। গত জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিজের বাড়ি থেকে প্রায় দু''কিলোমিটার দূরে বালিয়ামোড় বাজার এলাকায় একটি বন্ধ মোবাইলের দোকানের বাইরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় হেমতাবাদে বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের দেহ ।এই মাবুদ ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদা জেলার মোথাবাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে সিআইডি। শনিবার সকালেই লকডাউনের মধ্যেই তাকে তোলা হয় রায়গঞ্জ সি.জে. এম আদালতে। বিচারক তাকে ১০ দিনের জন্য সিআইডি''র হেফাজতে পাঠিয়েছে। সিআইডি সুত্রে জানা গেছে মাবুদকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বিধায়ক মৃত্যুর ঘটনায় অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ২০১৬ সালে বাম বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হলেও গত একবছরে তিনি বিজেপি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। ঘটনার দিন মৃত বিধায়কের পকেট থেকে একটি সুসাইডাল নোট উদ্ধার করে পুলিশ। তাতে নিলয় সিংহ এবং মাবুদ আলির নাম ছিল। পরে রাজ্য সরকারের নির্দেশে বিধায়কের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত হাতে নেয় সিআইডি।সুসাইডাল নোটে উল্লেখ থাকা মালদার ইংরেজবাজারের বাসিন্দা নিলয় সিনহাকে ঘটনার একদিন বাদেই গ্রেফতার করে সিআইডি। কিন্তু খোঁজ মিলছিল না মাবুদের। শেষ মূল ঘটনার প্রায় ২৪ দিনের মাথায় মোথাবাড়ি থেকে সিআইডির হাতে আটক হয় মালদা জেলার চাঁচোল মহকুমার ইমানপুরের বাসিন্দা মাবুদ আলি। সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মাবুদ আলীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।সিআইডি মাবুদকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করলেও আদালত ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছে।

জেলায় জেলায় লকডাউন সফল করতে সক্রিয় পুলিশ

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার কার্যত রাজ্যজুড়েই খবর এসেছে লকডাউন সফল করতে পুলিশের কড়া মনোভাব। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা এলাকায় মোড়ে মোড়ে পুলিশ পিকেট তো রয়েইছে। একই সঙ্গে বেশ কিছু এলাকায় চলছে টহলদারির কাজও। গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও চলছে কড়া নজরদারি।যেখানেই লকডাউন উপেক্ষা করার মানসিকতা পুলিশের চোখে পড়েছে সেখানেই পদক্ষেপ নিচ্ছেন আইনের রক্ষকেরা।কোথাও লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছেন তো কোথাও জরিমানা করছেন, কোথাও পিঠে দু-চার বসিয়েও দিচ্ছেন।আবার কোথাও পাকড়াও করে সোজা থানায় চালান করে দিচ্ছেন।বেশ কিছু জায়গায় বড় রাস্তা শুনসান থাকলেও পাড়ার ভিতরে জটলা চোখে পড়ছে। সোর্স মারফত বা ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির জেরে সে সব চোখে পড়লেই মুহুর্তের মধ্যে সেখানে হাজির হচ্ছে জিপ। তবে আসানসোল-দূর্গাপুর শিল্পাঞ্চল, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, হাওড়া-হুগলি শিল্পাঞ্চল এলাকাগুলিতে যেখানে যেখানে শিল্পসংস্থার অন্দরে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে সেখানে কাজ চলছে অনান্য দিনের মতোই। হাজিরা কমই রয়েছে সেখানে। কলকাতা ও তার আশেপাশের জেলাগুলিতে অবশ্য নজরদারি ছিল বেশ কড়া। সকাল সকাল মালদহ শহরে সাইকেল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখা গেল অনেককেই।তাঁদের কারও মুখে আবার মাস্কটুকুও নেই। রাস্তায় রাস্তায় টহলরত পুলিশও অবশ্য একেবারে কড়া পদক্ষেপের পথেই হাঁটল।গাড়ি থামিয়ে, চালকদের নামিয়ে সটান কান ধরে ওঠবোস করাল। শাস্তি পেয়ে সকলেই কবুল করলেন অপরাধ। প্রতিশ্রুতি দিলেন, আর কখনও এমন ভুল করবেন না।এত কিছুর পর ছাড়া হল তাঁদের। সকলেই বুঝলেন, আইনরক্ষকদের নজর এড়িয়ে নিয়ম ভাঙা সহজ নয় মোটেও।এছাড়া মালদহের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে চলছে পুলিশের নাকা চেকিং। ফাঁক গলে বেরনোর উপায়মাত্র নেই। রাজ্যে করোনা সংক্রমণের শীর্ষে বা প্রায় শীর্ষে থাকা উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙায় সকালে দেখা গেল, চায়ের দোকান খুলেছে।সেখানে মাস্ক ছাড়াই কয়েকজন ভিড় জমিয়েছেন চা খেতে। পুলিশের নজরে পড়তেই অবশ্য চায়ের ভাঁড় ফেলে পালানোর ব্যস্ততা ক্রেতাদের।আর দোকানদারও ঝাঁপ ফেলতে তৎপর।এখানে অবশ্য পুলিশকে তেমন কোনও কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়নি।লকডাউনের নিয়ম ভাঙছেন, তা বুঝে নিজেরাই বাড়ি ফিরে গিয়েছেন বাসিন্দারা।

অসমে বুনো হাতির হামলায় মহিলার মৃত্যু

চিরাং (অসম), ৮ আগস্ট (হি. স.) : জনৈক মহিলাকে পদপিষ্ট করে মেরে ফেলেছে বুনো হাতি। মর্মান্তিক ঘটনাটি নিম্ন অসমের চিরাং জেলার ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী রুনিখাতার লাইমুতি গ্রামে শুক্রবার রাতে সংঘটিত হয়েছে।

স্থানীয় বন দফতর সূত্রের খবর, লাইমুতি গ্রামে গতরাতে কয়েকটি দামাল হানা দিয়েছিল। গ্রামের জনৈক দরিদ্র গৃহিণী হাজোবাড়ি তাঁর চার সন্তানকে নিয়ে প্রতিদিনের মতো রাতে ঘুমিয়েছিলেন। আচমকা বাঁশবেতের ঘর ধাক্কা দিয়ে ভেঙে একটি বুনো হাতি গৃহিণীর ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে শুঁড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে আছড়ে মারে। এর পর পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলে মধ্যবয়স্ক মহিলাকে। মহিলার স্বামী ও সন্তানরা কোনওরকম পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। হাতিটি দরিদ্র পরিবারের ব্যাপক ক্ষতি করেছে বলে জানিয়েছেন বন দফতরের জনৈক আধিকারিক।

তিনি জানান, আজ সকালে পুলিশ এসে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চিরাঙে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এলাকার জঙ্গলে এখনও বুনো হাতির দল অবস্থান করছে বলে জানান বন দফতরের আধিকারিক।

শনিবার যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মধ্যে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ভার্চুয়াল শিক্ষা এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা' নিয়ে সেমিনার

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.) : লাইব্রেরী অ্যান্ড ইনফরমেশন সাইন্স প্রফেশনালস ''অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (লিসপাব), বারুইপুর কলেজ ও শিমুরালি সচিনান্দন কলেজ অফ এডুকেশন এর যৌথ উদ্যোগে'' ভার্চুয়াল শিক্ষা এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা ''শীর্ষক দুই দিনের একটি অনলাইন সেমিনারের শনিবার উদ্বোধন হয়। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শিক্ষামূলক এই আলোচনায় যোগদান করেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিসহ নাইজেরিয়া, ওমান, আবুধাবি, আরব আমিরশাহ, তানজানিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের সহস্রাধিক অধ্যাপক, গ্রন্থাগারিক ও গবেষকরা। ''লিসপাব''-এর সভাপতি ড: শম্ভুনাথ হালদার হিন্দুস্থান সমাচার''-কে শনিবার জানান, করোনা অতিমারির প্রভাবে শিক্ষাব্যবস্থা যখন থমকে আছে, তখন বিকল্প শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার সন্ধানে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের বক্তব্য রাখছেন।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের সদর দফতরে করোনা হানা

কলকাতা, ৮আগস্ট (হি. স.): মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পর এবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের সদর দফতরে এবার করোনার হানা। দুজন নিরাপত্তারক্ষী এবং একজন স্টাফের দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। এমনটাই খবর কমিশন সূত্রে। ইতিমধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসকে পুরো স্যানিটাইজ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এসএসসি কমিশন ভবনে।

কমিশন সূত্রে খবর, করোনা

ছয়ের পাতায়

দুর্গাপুরে বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানায় অবাধে চুরি, পুলিশের জালে ধৃত ২

দুর্গাপুর, ৮ আগষ্ট (হি.স.): নজরদারির অভাবে দুস্কৃতিদের স্বর্গরাজ্য বন্ধ কারখানা। এরকমই দিনদুপুরে অবাধে চুরি হচ্ছিল দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানাতে।

কারখানায় পড়ে থাকে যন্ত্রাংশ, পরিকাঠামো, উৎপাদিত সামগ্রী অবাধে পাচার হয়ে যাচ্ছিল দিনদুপুরে। খবর চাউড় হতেই নড়ে চড়ে বসল কমিশনারেট পুলিশ। আচমকা হানা দিয়ে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই বমাল চোর।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম শঙ্কর তাঁতি, আলম গিরি। ধৃতরা বন্ধ কারখানা সংলগ্ন লিলুয়াবাঁধের বাসিন্দা।শনিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুর ষ্টেশন সংলগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানাটি বছর ৩০ আগে বন্ধ হয়ে যায়। মুলত রেলের ব্যাবহৃত সামগ্রী তৈরী হত। বন্ধ হওয়ার পর কারখানায় কাজ হারানো শ্রমিকরাই মূলত দেখা শোনা করে। কারখানার জমির একাংশে সাইকেল স্ট্যান্ড তৈরী করে জীবিকানির্বাহ করার পাশাপাশি রক্ষনাবেক্ষন করে। সম্প্রতি করোনা আবহে লকডাউনের সুযোগে দুস্কৃতী দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে সেখানে। দুস্কৃতীরা দিনদুপুরে প্রকাশ্যে অবাধে লুট করে পাচার করছে কারখানার যন্ত্রাংশ, পরিকাঠামো, উৎপাদিত সামগ্রী। বন্ধ কারখনার কাজ হারানো শ্রমিকরা জানান, 'বাধা দিতে গেলে হুমকি আসছে। আতঙ্কে রয়েছি। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।' চুরির ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সরগরম শিল্পশহরে রাজনৈতিক বাতাবরণ। প্রশ্ন উঠতে থাকে কাদের মদতে দুস্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত। অভিযোগ উঠতেই নড়েচড়ে বসে কমিশনারেট পুলিশ। আচমকা হানা দিতেই দুই বমালকে হাতে নাতে ধরে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ।ধৃতদের নাম শঙ্কর তাঁতি, আলম গিরি।উদ্ধার হয় পাচারের আগে কারখানায় উৎপাদিত উন্নতমানের ইট। বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই জানান, 'বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখনার সুরক্ষার নৈতিক দায় রাজ্যের। অথচ, রাজ্য সরকার জাতীয় সম্পত্তি সুরক্ষা দিতে ব্যার্থ। রাজ্যের শাসকদলের মদতে অবাধে লুট হচ্ছে বন্ধ বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানায়। পুলিশ ও প্রশাসন নির্বিকার। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিষয়টি কেন্দ্র সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরে জানাবো।' যদিও স্থানীয় বিধায়ক তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল জানান, ''রাস্ট্রায়ত্ত বন্ধ কারখানা।কেন্দ্রের কোনরকম নজরদারি নেই।এরকম চুরি বার্ন ছাড়াও একাধিক বন্ধ কারখানায় হচ্ছে। অনেক সময় খবর পেয়ে আমি নিজে গিয়ে চুরি আটকেছি। পুলিশ ডেকে চোরেদের ধরিয়েছি। এক্ষেত্রেও বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি, রাজনৈতিক রং না দেখে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হোক।পুলিশ দেখছে বিষয়টি। 'দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ জানিয়েছে,' দু ''জন গ্রেফতার হয়েছে। তদন্ত চলছে।ধৃতদের নিজ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। জেরা করে বাকিদের খোঁজ নেওয়া হবে।

নতুন করে করোনা সংক্রমণ নবান্নে, চলছে জীবানুমুক্তকরণের কাজ

কলকাতা, ৮আগস্ট (হি. স.): এক সপ্তাহে চারদিন জীবানুমুক্ত করা হল নবান্নে। শনিবার নতুন করে নবান্নের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরও এক আধিকারিক-সহ তিন জন পুলিশকর্মীর দেহে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এরপরেই ফের শনি ও রবিবার জীবানুমুক্ত করা হচ্ছে রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবনকে।আগামী সপ্তাহেও এই সংক্রমণমুক্ত করার কাজ হবে বলেই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই নবান্নের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বারংবার নবান্নে করোনার আক্রমণের জেরে চিন্তায় রাজ্য প্রশাসন। চলতি সপ্তাহে সোম ও মঙ্গলবারই জীবানুমুক্ত করা হয়েছে নবান্নে। এরপর বুধবার সাপ্তাহিক লকডাউন থাকায় সেদিন বন্ধ ছিল

ছয়ের পাতায়

শাড়ির ব্যবসার অভিযোগ অপপ্রচারমাত্র, দাবি অগ্নিমিত্রার

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.): বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি দলের অন্দরেই শাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন! তা এমন গুরুদায়িত্ব পেয়েই কেন ব্যাবসায়িক স্বার্থে পদের সুযোগ তোলা শুরু করেছেন? অগ্নিমিত্রা পলের উদ্দেশে অনেকেই এমন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন।এর জবাব দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা। অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ, দলের মহিলা মোর্চার বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তিনি বলে পাঠাচ্ছেন যে, তাঁর তৈরি শাড়িই কিনতে হবে। সেই শাড়ির অবশ্য বিশেষত্ব রয়েছে।সুতির সাদা শাড়ির পুরো জমিনে পদ্মফুল আঁকা।এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য, একতা, দলগত সংহতি ও ভেদাভেদ না রাখার উদ্দেশ্যে, বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যাদের জন্য ইউনিফর্ম হিসেবে শাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছেঊ আমি গর্বিত যে এই মহান কাজে, আমার মেয়েদের জন্য শাড়ির ডিসাইন আমি নিজে হাতে করেছি ঊ অন্য একটি সংস্থাকে শাড়িগুলি তৈরী করার বরাত দেওয়া হয়েছে ঊ সবার কথা মাথায় রেখে, কোনো ব্যবসায়িক স্বার্থ ছাড়া, সারা বাংলাতেই এক দামে (২৭৫ টাকা) এই শাড়ি উপলব্ধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঊ আশা করি আমার ডিসাইন সবার ভাল লাগবে ঊ অগ্নিমিত্রার কথায়, "ইউনিফর্মের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে ঊ একতা-সংহতি বৃদ্ধি করা তথা ভেদাভেদ না থাকার একটা অন্যতম সেরা উপায় হল ইউনিফর্ম এর ব্যবহার ঊ তাই ছোট স্কুলের বাচ্চা থেকে শুরু করে, দেশের সেনাবাহিনীর মত রেজিমেন্টেড অর্গানিজশন সবাই এর ব্যবহার করে ঊ বিভিন্ন কর্পোরেটেও গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমরা কর্মীদের ইউনিফর্ম পরিহিত দেখি ঊ সেই এক বিচার থেকেই অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে বলি গত চার মাস লক ডাউন চলাকালীন আমার নিজস্ব ষ্টুডিও বন্ধ রয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে ঊ কিন্তু একশ্রেণীর মিডিয়া, এই সুযোগে অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে অপপ্রচার করতে নেমে পড়েছে ঊ তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, লক ডাউনে আপনাদের মাথায় একটু অক্সিজেন কম যাচ্ছে! খোঁজ না করেই খবর করছেন! এভাবে আর কতদিন মাননীয়ার পায়ে প্রণামী দেবেন বন্ধু? গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আজ ধনযন্ত্রের সামনে কুপোকাত! কি অনুপ্রেরণা রে বাবা! এভাবে ২০২১ এর বৈতরণী পার হওয়া যাবে না ঊ কুৎসা, মিথ্যাচার ও অপপ্রচার করে টিআরপি সাময়িক বাড়ানো গেলেও তা চিরস্থায়ী সমাধান নয় ঊ সত্যের পথে থাকুন, প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করুন টিআরপি ঠিকই বাড়বে!

মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল স্কুটার

কলকাতা, ৮আগস্ট (হি. স.): লক ডাউন অমান্য করে পথে বেরিয়েছিল এক যুবক। তাঁকে বাধা দিতে গেলেই এক মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ারের পায়ের উপর স্কুটার তুলে দিলেন অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটেছে দমদম থানার নাগেরবাজার এলাকায়।পুলিশ সূত্রে খবর অভিযুক্ত ব্যাক্তি স্কুটার করে বাঙ্গুর অ্যাভিনিউয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার রাজ্যজুড়ে চলছে সাপ্তাহিক লকডাউন। শহর তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কড়া নাকা চেকিং চালাচ্ছে পুলিশ আধিকারিকরা। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে দেখলেই রাস্তায় বেরোনোর কারণ জানতে চাইছে পুলিশ। এর মধ্যেই এদিন সকালে নাগেরবাজার মোড়ে এক স্কুটার চালককে আটকাতে যায় এক মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ার। অভিযোগ তখন তাঁর পায়ের উপর দিয়ে স্কুটার চালিয়ে দেন ওই ব্যাক্তি। দমদম থানার পুলিশ স্কুটার চালককে গ্রেফতার করেছে। প্রাথমিক শুশ্রূষা করা হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ারকে

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

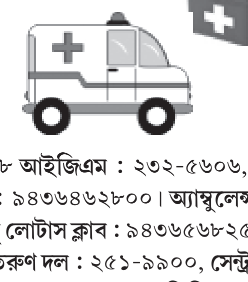

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লকডাউনে রাজ্যে মদের দাম বেড়েছে ৩৫ শতাংশ, বিক্রি কমেছে ৩০ শতাংশ

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : করোনায় মদের দাম বাড়লেও আয় কমেছে রাজ্যের. ফলে চিন্তায় অর্থ দফতর. সম্প্রতি মদের দোকানের মালিকদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান অ্যালকোহলিক বেভারেজ কোম্পানির পক্ষ থেকে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মদ বিক্রি কমেছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। করোনার পর মদের দাম এই রাজ্যে বাড়ানো হয়েছিল প্রায় ৩০ শতাংশ। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দাম বৃদ্ধি করে যে ক্ষতি মেটাবার লক্ষ্য নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তা কার্যত "ব্যাক ফায়ার" হয়ে গিয়েছে। গত তিন মাস ধরে সারা রাজ্যে সবরকম মদের যে বিক্রি, তা সবই আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তাতেই এই হাল। একই সঙ্গে লকডাউনের জেরে দেশের কোথাও বার বা পানশানা খোলেনি গত ছ"মাস ধরে, ফলে এই ক্ষেত্রেও বিক্রি শূন্যতে ঠেকেছে। আর তাই লোকসানের মুখোমুখি হতে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। মদ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের আশা, প্রতিটি রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই এই বিষয়টি বুঝবে। তাই অবিলম্বে তারা এই দাম কমিয়ে বৃদ্ধির হার ১০-১৫ শতাংশের মধ্যেই রাখবেন। তাহলে বিক্রি ফের আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। নতুবা গত বছরের রাজস্ব আদায় করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে রাজ্যগুলির কাছে। তথ্য বলছে, যে রাজ্যগুলি মদের দাম যতটা কম বাড়িয়েছে তাদের লোকসানের পরিমাণ তত কম।দেখা যাচ্ছে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাবের মতো রাজ্য যেগুলি ১০-১৫ শতাংশ বাড়িয়েছিল তাদের বিক্রি কমে গিয়েছে। প্রায় ১২ থেকে ১৫ শতাংশ বিক্রি কমে গিয়েছে। এরপর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, কেরল, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্য। যারা দাম বাড়িয়েছে ৩০-৩৫ শতাংশ।

এসইউসিআই'র গুচ্ছ দাবী

আগরতলা, ৮ আগস্ট।। রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় এসইউসিআই এর পক্ষ থেকে বেশ কিছু দাবী রাখা হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে, অবিলম্বে ডাক্তার ও নার্সদের উপর আরোপিত সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহার করা। হাসপাতাল ও কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ইত্যাদি।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিজিৎ এর মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকা শোকাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অভিজিৎ বর্ধন নামে ওই যুবক এলাকায় একজন শান্তশিষ্ট মানুষ হিসেবেই পরিগণিত ছিল।

ব্যবসা

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত না হলে দফারফার মাধ্যমে গাছের লগ সহই গাড়ি ছেড়ে দেয়া হতো। অভিযোগ প্রায়ই নাকি এভাবেই এই বিট অফিসার ভালোই বাণিজ্য করে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা বিট অফিসার বিকাশ দাস কে এদিনের এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে উনি ক্ষেপে গিয়ে কোন জবাব না দিয়েই চলে যান।

প্রতিবেশীদের

● প্রথম পাতার পর

একালাতে।এই ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথে সাব্রুম থানার পুলিশ ছুটে জানান। এলাকার লোকজনরা হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেয়ে সাথে সাথে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ডঃ তমাল রায় আহত সাধন দাসের অবস্থা বেগতিক দেখে সাথে সাথে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার দেন। সাধন দাসের পরিবারে পক্ষ থেকে রাতেই এই পাঁচসাব্রুম থানার লিখিত মামলা করা হয়।

কাজ

পাচের পাতার পর

নবান্ন। মাঝে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার নবান্ন খোলার পর একাধিক ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে এদিন ফের একবার শনি ও রবিবার জীবানুনাশক ছড়ানোর কাজ চলছে নবান্নে

। মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে সংক্রমনের বৃদ্ধির কথা স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন, যেহেতু এখানে লোকের যাতায়াত বেশি তাই সংক্রমনের সম্ভাবনাও অনেক বেশি। তাই তিনি কর্মী থেকে সাংবাদিক সকলকেই নিয়মিত নবান্নে আসতে মানা করেছেন। এক-দু'দিন বাদে বাদেই নবান্নে আসা শ্রেয় বলেই জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু তারপরেই বহু লোককে কাজের জন্যই নবান্নে আসতে হয়। তাতেই সংক্রমিত হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায়।

করোনা হানা

পাচের পাতার পর

আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া মাত্রই কমিশনের একাধিক কর্মী, আধিকারিককে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এদিকে আগামী সপ্তাহতেও কমিশনের সদর দফতরে স্বাভাবিক ভাবে কাজ শুরু হবে কিনা সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নন কমিশন আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, শুক্রবারই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক আধিকারিক করোনাতে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপরেই পর্ষদের কয়েকজন কর্মী ও আধিকারিককে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদর দফতরের চারতলার সমস্ত অফিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এর জেরে পর্ষদের অন্যান্য বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না বলেই দাবি পর্ষদ কর্তৃপক্ষের।

সেনের বিরুদ্ধে

তিনের পাতার পর

বলে থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন।

অপরদিকে অধ্যাপক অনিন্দ্য সেন সাফাই দিয়ে জানান, তিনি যা পোস্ট করেছেন, সে সম্পর্কে রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত রয়েছে যে শ্রীরামচন্দ্র একসময় তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন। এ নিয়ে অনেক মনীষী পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের বিষয়ে সমালোচনা করেছেন। তিনি নতুন কিছু সংযোজন করেননি। তাঁর মন্তব্যে যদি কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লেগে থাকে তা হলে তিনি দুঃখিত।

অভিযোগকারী রোহিত চন্দ ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, হিন্দু দেবদেবীদের বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য করা এক সম্প্রদায়ের লোকের কাছে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অন্যের ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে নিজেদের শিক্ষার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি বলেন, সরকারের বিরোধিতা করার মৌলিক অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের। তাই বলে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করাটা নিজের নিম্ন মানসিকতার প্রমাণ।

চিকিৎসক-নার্সদের

তিনের পাতার পর

সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন অভিষেক। পরের দিন জানা যায়, একমাত্র জয়া বচ্চন বাদে বচ্চন পরিবারের বাকি সদস্য অর্থাৎ ঐশ্বর্যা এবং আরাধ্যাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ১২ তারিখই অমিতাভ এবং অভিষেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল আরাধ্যা-ঐশ্বর্যার। যদিও দিন কয়েক পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হন আরাধ্যা-ঐশ্বর্যাও। বেশ কিছু দিন হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে ২৭ জুলাই বাড়ি ফিরে যান তাঁরা। গত ২ আগস্ট বাড়ি ফেরেন অমিতাভ। শুধু অভিষেকের প্রতীক্ষায় ছিল 'জলসা'। এবার তিনিও ফিরলেন বাড়িতে।

শিববাড়িতে ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা সেন্ট্রাল রোড শিববাড়িতে ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে শনিবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক আশিস সাহা। এদিন রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন সমাজ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্ত খুবই জরুরী।ড়াক্তার অভাবে মুমূর্ষ রোগীর জীবনহানি করার যথেষ্ট আশঙ্কা থেকে যায়।প্রসূতি মা এবং দুর্ঘটনায় পতিত রোগীদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয়।এছাড়াও রয়েছে থ্যালাসেমিয়া রোগী এবং ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী। তাদেরকেও জরুরী ভিত্তিতে রক্ত দিতে হয়। রাজ্যের মানুষ রক্তদানে উৎসাহিত করুন ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে অনেকেই রক্তদানে এগিয়ে আসার সাহস পাচ্ছেন না। ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবী সংগঠন গোলীয় রক্তদানে তেমন কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। ফলে রাজ্যের ব্যাংকগুলোতে রক্তের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে।এই সংকটময় মুহূর্তে সেন্ট্রাল রোড শিববাড়িতে ভারত বিকাশ পরিষদ নামে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা রক্তদানের যে আয়োজন করেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা।তিনি বলেন এ ধরনের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে তারা তাদের সেবামূলক মনোভাবের পরিচয় জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন।এই সংকটময় মুহূর্তে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবী সংগঠন সহ সকল স্তরের জনগণকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রয়াত শ্যামল চক্রবর্ত্তীর স্মরনে শ্রদ্ধাঞ্জলী এসএফআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া ৮ আগস্ট।। বর্ষিয়ান সিপিআইএম নেতা প্রয়াত শ্যামল চক্রবর্ত্তীর স্মরনে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করলো এসএফআই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি। প্রয়াত শ্যামল চক্রবর্তী ছিলেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে অন্যতম একজন। আবার তিনি ছিলেন সংগঠনের প্রথম সর্বভারতীয় সহ সভাপতি,পশ্চিমবাংলার এর রাজ্য সম্পাদকও ছিলেন।পরবর্তীকালে, পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী, রাজ্যসভার সাংসদ, সিট্যু রাজ্য সভাপতি বহু গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বপালন করেছেন শ্যামল চক্রবর্ত্তী।। শনিবার এএসআই বিলোনীয়া মহকুমা কমিটি, প্রাক্তন ছাত্র নেতা প্রয়াত শ্যামল চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানালো বিলোনীয়া মহকুমা পাটি অফিস প্রাঙ্গনে।এই সর্বভারতীয় প্রাক্তন ছাত্র নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন- প্রাক্তন ছাত্রনেতা বাসুদেব মজুমদার,দীপঙ্কর সেন, বাবুল দেবনাথ,আশীষ দও,। এছাড়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন- ১৯ এর বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার, সিপিএম এর রাজ্যকমিটির সদস্য মৃদুল শীল।। শ্রদ্ধা জানানোর পর পালন করা হয় ১ মিনিট নিরবতা।

নয়া শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবিতে এআইডিএসও'র উদ্যোগে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও জাতীয় নয়া শিক্ষানীতি প্রত্যাহারের দাবিতে আগরতলার কৃষ্ণনগরে শনিবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে।প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান গত আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত দেশজুড়ে তারা নয়া শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।এর অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বলে জানান তারা।প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে বলেও জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে গোটা দেশজুড়ে বৃহত্তর প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য দেশের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিকে ছাত্র স্বার্থ বিরোধী বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংগঠন কেন্দ্রের নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

বিয়ের

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যু হল তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর ওই নিশ্চিত হওয়া যাবে কিভাবে গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে গৃহবধূর মৃত্যুর সংবাদকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশ্য ঘটনা বেশিদূর গড়াতে পারেনি।এ বিষয়ে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান তাদের পরিবারে তেমন কোনো বিবাদ ছিল বলে তাদের জানা নেই। মাত্র মাস দুয়েক আগে বিয়ে হয়েছে।কিভাবে গৃহবধূর মৃত্যু ঘটলো তা নিয়ে বাপের বাড়ির লোকজন রীতিমতো সন্ধিহান।এর পেছনে বড় ধরনের কোনো রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে। পুলিশ সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

গ্রামে

● প্রথম পাতার পর

সদস্যরা যদি পঞ্চায়েত মিটিং এ ধরনের বাকবিতণ্ডা এবং হাতাহাতিতে লিপ্ত হন তাহলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে।শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর টহল অব্যাহত রয়েছে।

পঞ্চায়েত বিবাদের জেরে পরিস্থিতি যেকোনো সময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে বলে স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। এর রেশ আরো বহুদূর পর্যন্ত গড়ানোর আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে শাসকদল ময়দানে নামলেও শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তা বলা রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠেছে।অবশ্য এ ব্যাপারে থানায় কোন পক্ষ থেকেই কোন ধরনের মামলা দায়ের করা হয়নি।

প্রত্যাহার

● প্রথম পাতার পর

ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল চিকিৎসক-দের তিনটি সংগঠন। অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখা এবং এজিএমসি টিচার্স ফোরাম আজ ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিল। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকদের এক প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য সচিব তথা অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের সাথে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সহকর্মী-কে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন।

আজ ত্রিপুরা সরকার-র স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম সচিব এক আদেশনামা জারি করে বলেছেন ডা: উত্তম কুমার ভট্টাচার্যী-র সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

অবস্থায়

● প্রথম পাতার পর

পাড়া এলাকার বাসিন্দা। এ নিয়ে ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০।

তীব্রতার ভূকম্পন

আটের পাতার পর

শনিবার সকাল ৫.২৬ মিনিট নাগাদ ৩.৫ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় অসমের সোনিতপুর জেলায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। এদিন সকালেই মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় ওড়িশার গজপতি জেলায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৭.১০ মিনিট নাগাদ ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় গজপতি জেলায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বেরহামপুর থেকে ৭৩ কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের ১৬ কিলোমিটার গভীরে।

গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরপূর্বে নতুন ৩৪৪৩ জন করোনা আক্রান্ত, বাড়ছে চিন্তা

গুয়াহাটি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : সিকিম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বিষয়টি খুবই উদ্বেগের হলেও সাথে স্বস্তির খবরও রয়েছে। আক্রান্তের পাশাপাশি রোগীদের সুস্থ হওয়ার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। তবে করোনা সংক্রমিত নতুন রোগীর সংখ্যায় বৃদ্ধি ভীষণ চিন্তাজনক বলে মনে করা ভুল হবে না। এখন পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন অসমের বাসিন্দারা। তার পরেই ত্রিপুরা এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে মণিপুর।

গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৩,৪৪৩ জন নতুন রোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতে এই অঞ্চলে সংক্রমিতের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২,১০৩। তাদের মধ্যে ৪৮,০১৯ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ২,০৪৬ জন করোনা আক্রান্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ২৪,০৩৪ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একই সময়ে ১৯৫ জন রোগী মারা গেছেন এবং চারজন উত্তর-পূর্বের বাইরে চলে গেছেন।

অসমে নতুন করে ২,৬৭৯ জন করোনা আক্রান্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে, রাজ্যে মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫,৪৯৭ জন। তবে, ৩৮, ৮১০ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১,৫৮৫ জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। একই সাথে বিভিন্ন হাসপাতালে ১৬,৫৫২ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে, অসমে এখন পর্যন্ত ১৩২ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জন রোগী চলে গেছেন রাজ্যের বাইরে।

ত্রিপুরায় নতুন করে ১৪৭ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, এখন পর্যন্ত ৬,০১৪ জন করোনায় আক্রান্ত। তবে ৪,০৮৪ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬৮ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। একই সময়ে ১,৮৭৫ জন করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে। এদিকে ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৭ জনের ম্যৃ হয়েছে করোনায়।

মণিপুরে ২৪৯ জন নতুন রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। তাতে রাজ্যে মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৪৬৬। পাশাপাশি সুস্থ হয়েছেন ১,৯২৬ জন করোনা আক্রান্ত। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ২১ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। তবে বিভিন্ন হাসপাতালে ১৫৩০ জন রোগী-র চিকিৎসা চলছে। এদিকে, মণিপুরে এখন পর্যন্ত ১০ জন রোগী মারা গেছেন।

নাগাল্যান্ডে ৭৭ জন নতুন করোনা আক্রান্তকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাতে মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৬৫৭। রাজ্যে ৮২৪ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় পাঁচজন রোগী সুস্থ হয়েছেন। ১, ৮২৪ জন রোগীকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সাত জনের এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশে নতুন করে ১০১ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,০৪৯। তেমনি, ১, ৩২৬ জন করোনা আক্রান্ত এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮১ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন হাসপাতালে ৭২০ জন করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে। রাজ্যে এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

মেঘালয়ে ১৬ জন নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। রাজ্যে করোনার সংক্রমণের মোট সংখ্যা ১,০০৬-এ পৌঁছেছে। যার মধ্যে ৪১১ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৬ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। এছাড়া ৫৯০ জন করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে এবং পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে।

মিজোরামে আজ শনিবার আটজনকে নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ২১ জন নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। এঁদের নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৯। তবে ২৮৮ জন রোগী সুস্থও হয়েছেন। বর্তমানে হাসপাতালে ২৭০ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে। তেমনি একজন রোগী রাজ্যের বাইরে চলে গেছেন।

সিকিমে ২৫ জন করোনা আক্রান্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতে রাজ্যে সংক্রমিত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫৪। একই সঙ্গে ৪০৬ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ৪৪৭ জন রোগীকে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে, করোনা আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে সিকিমে।

ব্যবসায়ীর

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসা পরিষেবা যদি নিতেন, তাহলে বিনা চিকিৎসায় এভাবে প্রাণ দিতে হতো না। তিনি বলেন, ওই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ হাসপাতালে আনার পর তার এন্টিজেন পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের সকল সদস্যদের এন্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু, ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের এন্টিজেন টেস্ট রিপোর্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। শুধু, তাদের বাড়ির পরিচারিকার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ওই বয়স্ক মহিলা প্রয়াতের পরিচর্যার দায়িত্বে ছিলেন, বলেন তিনি।

ওই আধিকারিকের কথায়, খোয়াই থেকে পিপিই কীট এনে মৃতদেহ সৎকারের জন্য আগরতলায় পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ওই পরিচারিকা-কে গৃহে আইসোলেশন থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় স্থানীয়দের অভিযোগ, করোনা-র প্রকোপের মাঝেও লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে না গিয়ে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনা হয়েছিল। ওই সংক্রমণ পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই ব্যবসায়ীর করোনা আক্রান্তের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অপরাধে পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

বজরং দলের অভিযোগ। লাগাতার তিনদিন রাজুল হোসেন উত্তর ত্রিপুরা বজরং দলের রাম মন্দির নিয়ে পোস্টটিতে সনাতন ধর্ম ও প্রভু রামকে নিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজের পর অবশেষে উত্তর ত্রিপুরা কদমতলা বজরং দল প্রখণ্ড ও চুরাইবাড়ি খন্ডের উদ্যোগে এক প্রতিনিধি দল আজ অভিযুক্ত রাজুল হোসেনের বিরুদ্ধে চুড়াইবাড়ি থানার ওসির নিকট একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি হাতে নিয়ে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্ত রাজুল হোসেনকে আটক করে তাদের হেফাজতে নিয়ে এসেছে।

অপরদিকে উত্তর ত্রিপুরা কদমতলা বজরং দল প্রখণ্ড ও চুরাইবাড়ি খন্ডের প্রতিনিধি দলের অভিযোগ যে, গত ৫ ই আগস্ট উত্তর ত্রিপুরা বজরং দলের ফেইসবুক পেইজে প্রভু রাম মন্দির নিয়ে একটি পোস্ট করা হয়। পোস্টটি করার সাথে সাথে রাজুল হোসেন নামের ওই যুবক সনাতন ধর্ম ও প্রভু রামকে নিয়ে অশ্লীল ভাষায় পোস্টটিতে কমেন্ট করে। তাই অত্র এলাকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার স্বার্থে উত্তর ত্রিপুরা বজরং দলের পক্ষ থেকে চুড়াইবাড়ি থানার দ্বারস্থ হয়ে লিখিত অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

আটক

আটের পাতার পর

নাগরিকদের দাবি অবিলম্বে বনদপ্তর এর কর্মকর্তারা যেন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী কে উদ্ধার করে নিয়ে যান এবং যথাযথ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশী নাগরিকদের

আটের পাতার পর

তাদেরকে আটক করে ফেরত পাঠায়। ওই ১২ জন বাংলাদেশী নাগরিককে বিএসএফএর কাছে ফেরত পাঠানোর পর বিএসএফ এর তরফ থেকে পরপর তিনবার ফ্ল্যাগ মিটিং করে তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে তাদেরকে ফেরত নিতে রাজি হয়নি।ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওই ১২ জন বাংলাদেশী নাগরিককে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় সীমান্তে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে রেখে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে।বাংলাদেশ সরকার কোন অবস্থাতেই তাদেরকে ফেরত নিতে অস্বীকার করায় বাধ্য হয়েই বিএসএফ তাদেরকে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বেআইনি অনুপ্রবেশ আইনে মামলা গৃহীত হয়।এখন দেখার বিষয় বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে ফেরত দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে কিনা।

াঙ্গন

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নের ''ভিশন ২০২০''-র ফলই রঞ্জিতে বাংলার এই সাফল্য ?

সভাপতির কাছে প্রথম চ্যালেঞ্জ। শুরুটা হয়েছিল ২০১৫ সালে। ভারত তিনি পেয়েছিলেন। ক্রিকেটের হাতে পেয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন নন্দন কাননের ২২ গজের হাল-হকিকত পুরোপুরি পাল্টে দিয়ে বিশ্বে তাক লাগিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তৈরি করে ফেলেছিলেন স্পোর্টিং ট্র্যাক। ২০১৬-র পুরুষ ও মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল ওই পিচেই।অন্যদিকে প্রায় তলানিতে গিয়ে পৌঁছনো বাংলা ক্রিকেটকে চাঙা করতেও বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হওয়া মহারাজ, ছয় বছর আগে ''ভিশন ২০২০'' স্বপ্ন দেখে নতুন প্রকল্প চালু করেছিলেন। কাকতালিয় হলেও এটাই সত্যি, দীর্ঘ ১৩ বছর পর ২০২০-তেই রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে পৌঁছলো বাংলা। এই সাফল্যকে কি প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়কের দূরদৃষ্টি বলা যেতে পারে? অন্তত তেমনটাই মনে করছে বাংলার ক্রিকেট মহল। ে শ ষ ব া ব. রঞ্জি১৯৮৯-১৯৯০''র মরশুমে ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে দিল্লিকে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। ওই শেষ। তারপর থেকে কার্যত নিচের দিকেই নেমেছে বাংলা ক্রিকেটের গ্রাফ। ২০০৬-২০০৭ মরশুমে রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলেছিল বাংলা। দলের অধিনায়ক ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।২০১৪-র সেই সময়২০১৪ সালে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়শন অফ বেঙ্গল বা সিএবি-র যুগ্ম সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তখনই বাংলার ক্রিকেটের হাল ধরার সিদ্ধান্ত নেন মহারাজ। কিন্তু রাতারাতি তো আর বাংলাকে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন করা সম্ভব নয়। তাই কিছুটা সময় অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেন সৌরভ। ছকে ফেলেন ''ভিশন ২০২০''।ভিশন ২০২০ভারতীয় ক্রিকেটের চাণক্য জহমোহন ডালমিয়া তখন সিএবি সভাপতি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান অ্যাসোসিয়শনের ততকালীন যুগ্ম সচিব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০২০ সালকে লক্ষ্য বানিয়ে কীভাবে বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে প্রতিভা তুলে এনে, তাঁদের দিয়েই দল তৈরি করা যায়, সেই পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট জগমোহন ডালমিয়াকে দিয়েছিলেন মহারাজ। সেই পরিকল্পনায় আস্থা রেখেছিলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি। প্রকল্প রূপায়নের জন্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেই বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন ততকালীন সিএবি সভাপতি।কী করেছিলেন মহারাজরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভা তুলে আনাই শুধু নয়, তাদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য একটি দল তৈরি করেছিলেন। তাতে রণদেব বোস, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণলালের মতো রাজ্য তথা দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের রেখেছিলেন। এটুকুতেই সন্তুষ্ট না হয়ে বাংলার ব্যাটিং ও বোলিং পরমার্শদাতা হিসেবে যথাক্রমে লেজেন্ড ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং শ্রীলঙ্কার ও পাকিস্তানের কিংবদন্তি মুথাইয়া মুরলীধরন ও ওয়াকার ইউনুসকে নিয়োগ করেছিলেন সৌরভ।উঠে এলেন বেশ কিছু ক্রিকেটারবলা যায়, ''ভিশন ২০২০''-র হাত ধরেই অভিমন্যু ইশ্বরণ, অভিষেক রমন, মুকেশ কুমার, আকাশ দ্বিপ, ঈশান পোড়েলের মতো ক্রিকেটারদের উত্থান ঘটে। আজ তারাই বাইশগজ সয়েশন বেঙ্গল বা সিএবি-র দায়িত্ব কাঁপাচ্ছেন। ভারতীয় এ দলের পাল্টে দেওয়াই ছিল নতুন সিএবি নিয়মিত সদস্য হয়ে গিয়েছেন ইশ্বরণ। ভারত এ-র হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুদীপও। ২০১৮-র অনূর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছিলেন ঈশান। আজ তাঁরাই বাংলার অন্যতম সম্পদ। অন্যদিকে ২০১৯ সালে অনূর্ধ ২৩ রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। দুই মরশুম আগে সিনিয়ারদের রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালেও পৌঁছয় বাংলা ক্রিকেট দল।কৃতিত্ব কি সৌরভেরতাই বাংলার এই সাফল্যের জন্য বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে কিন্তু কৃতিত্ব দেওয়া হলে কিন্তু ভুল হবে না। ঠিক যেভাবে ২০০০ সালে ম্যাচ ফিক্সিং-এ বিপর্যস্ত ভারতীয় ক্রিকেটকে টেনে তুলেছিলেন, লর্ডসের মাঠে জার্সি উড়িয়েছিলেন, যুবনীতি আমদানি করেও অভিজ্ঞ জভাগাল শ্রীনাথকে ফিরিয়ে ভারতীয় দলকে ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলেছিলেন কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদেরই চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছিলেন, একই ভাবে বাংলার ক্রিকেটকেও কার্যত আইসিইউ থেকে তুলে আনার ক্ষেত্রে মহারাজ যে অদ্বিতীয়ম, তা মেনে নিচ্ছেন দেশের ক্রিকেট মহল।

ফর্মে নেই তো কী হয়েছে, কিছুই হারায়নি বিরাট, কপিলের উল্টো সুর সহবাগের

নয়াদিল্লি: নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির রান না পাওয়া নিয়ে ভিন্নমত দুই প্রাক্তন তারকা কপিল দেব ও বীরেন্দ্র সহবাগ। কয়েকদিন আগেই কপিল বলেছিলেন, বিরাটের বয়স ৩০ বছরের বেশি হয়ে যাওয়ায় তাঁর রিফ্লেক্স ও দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে। তবে এ বিষয়ে কপিলের সঙ্গে একমত নন সহবাগ। তিনি একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন, ''বিরাটের হাতের সঙ্গে চোখের সংযোগ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই। এই সমস্যা রাতারাতি তৈরি হয় না, অনেকদিন ধরে বাড়তে বাড়তে একসময় বোঝা যায়। আমি নিশ্চিত, বিরাট শুধু ফর্ম হারিয়েছে। ওর আর কোনও সমস্যা হয়নি। বিরাট ভাল বলেই আউট হয়েছে। ফর্মে না থাকলে কোনও কিছুই ঠিকঠাক হয় না। এমন নয় যে বিরাট চেষ্টা করছে না। কিন্তু ভাগ্য ওর সঙ্গ দিচ্ছে না।''এবারের নিউজিল্যান্ড সফরে ১১ ইনিংসে মাত্র ২১৮ রান করেন বিরাট। এর মধ্যে টেস্ট সিরিজে চার ইনিংসে তাঁর রান মাত্র ৩৮। গড় মাত্র ৯.৫০। টি-২০ সিরিজ ৫-০ জিতলেও, একদিনের ও টেস্ট সিরিজের সব ম্যাচেই হেরে গিয়েছে ভারতীয় দল।তবে এই পরিস্থিতিতেও বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে সহবাগ বলেছেন, ''নিউজিল্যান্ডে যে বলে খেলা হয়, সেটি অনেক বেশি সিম করেছে। কেউ যদি রান না পায়, তাহলে তার সমস্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়। ফ্রন্ট ফুটে বেশি খেলে, বল ছেড়ে ক্রিজে টিকে থাকার চেষ্টা করা যায়। আমার মতে, কোন বলটা ছাড়তে হবে, সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিশ্বাস থাকলে সেটা করা যায়। চাপে পড়ে গিয়েছে বলেই হয়তো বিরাট এটা করতে পারছে না।''

শাড়ি পরে ক্রিকেট, ফাইনালের আগে ভারতীয় দলের অনুপ্রেরণা মিতালি

সিডনি: ''যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে''। বাংলার প্রচলিত প্রবাদটা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। কিন্তু যারা শাড়ি পরে তারা ক্রিকেটেও খেলে। প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে এটা প্রমাণ করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশ্বকাপ ফাইনালে নামবে হরমনপ্রীত-মন্ধনারা।প্রাক্তন ভারত অধিনায়িকা মিতালি রাজের শাড়ি পরে ক্রিকেট খেলার ভিডিও অনুপ্রেরণা জোগাবে ভারতীয় দলকে। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষ্যে একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে দেখা গিয়েছে মিতালিকে। ভারতীয় দলের হয়ে এখনও টেস্ট এবং ওয়ান ডে খেললেও গত বছর টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মিতালি। না-হলে হয়তো হরমনপ্রীত-মন্ধনাদের সঙ্গে এদিন দেখা যেত মিতালিকেও। দলে না-থাকলেও ৩৭ বছরের মিতালির শাড়ি পরা ব্যাটিং অনুপ্রেরণা জোগাবে ''উইমেন ইন ব্লু''-কে।বৃহস্পিতবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হরমনপ্রীতদের সেমিফাইনাল বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় প্রথমবার মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। সিডনিতে ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গেলেও টুর্নামেন্টের নিয়মে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যায় ভারত। গ্রুপ-এ থেকে সব ক''টি ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল হরমনপ্রীতের ভারত। গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ছিল ভারত।হরমনপ্রীতরা ফাইনালে ওঠার পর ভারতীয় মহিলা দলের ক্যাপ্টেন মিতালি টুইটারে লেখেন, ''ভারত ফাইনাল ওঠায় একজন ভারতীয় হিসেবে আমি দারুণ গর্বিত। তবে ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ড দলের জন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু নিয়ম থাকলে কিছু করার নেই। মেয়েদের অভিনন্দন। এটা বিরাট বড় ব্যাপার।''ভারতীয় মহিলা দলকে ফাইনালের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটে ফার্স্ট ম্যান ও ফার্স্ট লেডি। সেমিফাইনালে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় হতাশ বিরাটপত্নী তথা বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা টুইটারে লেখেন, গত বছর পুরুষদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নেয় বিরাট কোহলির ভারত। কিন্তু এ বছর ভারতীয় মহিলা দল টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠায় গর্ব বোধ করছেন কোহলি।

পাসপোর্ট জালিয়াতিতে অভিযুক্ত তারকা ফুটবলার

ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার রোনাল্ডিনহোকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্যারাগুয়েতে ঢোকার সময় তিনি জাল পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। গ্রেফতার করা হয়েছে রোনাল্ডিনহোর ভাই রোবার্তোকেও। প্যারাগুয়ে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার প্যারাগুয়ের রাজধানী শহর আসুনসিয়ন থেকে গ্রেফতার করা হয় দু''জনকে। রোনাল্ডিনহোর হোটেলে তল্লাশি চালায় প্যারাগুয়ের পুলিশ। সেই সময় উদ্ধার হয়ে এই জাল পাসপোর্ট। শুধু পাসপোর্ট নয়, আরও কছু জাল কাগজপত্র উদ্ধার হয় হোটেলের ঘর থেকে। প্যারাগুয়ের এক মন্ত্রী বলেছেন, ''রোনাল্ডিনহোর কাছে জাল পাসপোর্ট ও কিছু ভুয়ো কাগজ ছিল। সেগুলো প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তিনি। এটা অপরাধ। সেই কারণেই ওনাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।'' জানা গিয়েছে, রোনাল্ডিনহোর পাসপোর্টে নাম, জন্মের তারিখ, জন্মের স্থান সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু সেখানে লেখা ছিল তিনি প্যারাগুয়ের নাগরিক। এই তথ্য ভুয়ো। এই তথ্য দেখিয়ে সেই দেশে কিছু ব্যবসাও রোনাল্ডিনহো ফেঁদেছিলেন বলে খবর। এর আগে ব্রাজিল সরকারের অনুমতি না নিয়েই সে দেশে একটি ফিশিং ট্র্যাপ তৈরি করেছিলেন প্রাক্তন বার্সেলোনার তারকা। তার জন্য তাঁকে বিশাল অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছিল। সেই টাকা শোধ করতে পারেননি রোনাল্ডিনহো। তাই ব্রাজিল ছেড়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না তাঁর।

আইপিএল-এর উপর নির্ভর করছে ধোনির ভবিষ্যত জানিয়ে দিলেন দুই নির্বাচক

ফের ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে প্রশ্ন উঠল মহেন্দ্র সিং ধোনির ভবিষ্যত নিয়ে। পাশাপাশি ভারতীয় দল সামলানো বিরাট কোহলি এবং রবি শাস্ত্রীকে কীভাবে সামলাবেন তা নিয়েও প্রশ্নবানের মুখে পড়লেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সুনীল জোশি এবং সদস্য হরবিন্দর সিং। প্রসঙ্গত, বুধবারই বিসিসিআইয়ের ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটিতে স্থান করে নিয়েছেন তাঁরা।মঙ্গলবার তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মদন লাল, আরপি সিং ও সুলক্ষণা নায়েকের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি। নতুন নির্বাচক বাছাই পর্বের সাক্ষাতকারে এম এস ধোনির ভবিষ্যতের বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কী এ প্রশ্নের উত্তরে দুজনেই জানিয়েছেন যে তাঁরা ধোনির সঙ্গে কথাবার্তার পথ খোলা রাখবেন এবং আইপিএল-এ তাঁর পারফরম্যান্সের উপর ভবিষ্যতে ভারতের জার্সিতে খেলার বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।বুধবার সাক্ষাতকারের সময় মহেন্দ্র সিং ধোনি বাদেও টিম ম্যানেজমেন্টের বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। যদিও কমিটির তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এক বছর এই নির্বাচন কমিটির পারফরম্যান্সও বিচার করা হবে। তবে এই সাক্ষাতকার পর্বের মূল বিষয় ছিলেন ধোনি। যদিও তাঁরা জানিয়েছেন আসন্ন আইপিএলে ধোনির পারফরম্যান্স বিচার করে তবেই তাঁকে আগামী টি২০ বিশ্বকাপে বিকল্প হিসেবে ভাববেন।

বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বিরাটকে , ভারত পেতে পারে নতুন অধিনায়ক

নিউজিল্যান্ডে হতাশাজনক টেস্ট সিরিজ শেষ করার পর আগামী ১২ মার্চ থেকে ভারতে শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ান ডে সিরিজ। এই সিরিজে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজের জন্য এখনও ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়নি। তবে সূত্রের খবর এই সিরিজের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বিরাটকে। সূত্রের খবর যদি ঠিক হয় তাবে এই সিরিজের জন্য এক্ক নতুন অধিনায়ক পেতে পারে ভারতীয় দল।কারন বিশ্রামে যাবেন বিরাট, অপর দিকে সহ-অধিনায়ক রোহিত এখনও চোট থেকে ফিট হতে পারেননি। ফলে নতুন অধিনায়ক বাধ্যতামূলক। কিন্তু কে হবেন নতুন অধিনায়ক? সে ব্যাপারে সূত্র জানাচ্ছে এখানে উঠে আসছে কেএল রাহুলের নাম। কারন নিউজিল্যান্ডের টি-২০ ম্যাচ চলাকালীন রোহিতের চোট লাগার পর অধিনায়কত্ব করেছিলেন রাহুল।যদিও সিনিয়র ব্যাটসম্যান হিসেবে শিখর ধাওয়ান দলে দলে ফিরছেন, কিন্তু তাঁর কথা অধিনায়ক হিসাবে ভাবা হচ্ছেনা বলে সূত্রের খবর। তাই বিরাটকে বিশ্রাম দেওয়া হলে কেএল রাহুলই হতে পারেন পরবর্তী অধিনায়ক।

বাপ কা বেটা...! মেসির ছেলের অসাধারণ দুই গোলের ভিডিয়ো ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন : বাবা বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। তাই বলে ছেলেকেও ফুটবলার হতে হবে এমন কোনও মানে নেই। তবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজের ছেলেকে ফুটবলার হিসাবে গড়ে তুলছেন। আর পিছিয়ে নেই লিওনেল মেসিও। এর আগে বহুবার ছোটদের ফুটবলে দুরন্ত গোল করে আলোচনায় উঠে এসেছে রোনাল্ডোর ছেলে। কিন্তু মেসির ছেলের পায়ের জাদুর ঝলক তেমন দেখা যায়নি। তবে এবার দুরন্ত দুটি গোল করে ইন্টারনেটে ভাইরাল হল মেসির ছোট্ট ছেলে।মাত্র সাত বছর বয়স মেসির বড় ছেলে থিয়াগোর। এরই মধ্যে সে বুঝিয়ে দিল যে ফুটবলে তাঁর ভবিষ্যতউজ্জ্বল। বার্সেলোনা একাডেমির অনূর্ধ-৮ টিমের খেলোয়াড় থিয়াগো। বাবার পথেই এগোচ্ছে মেসির ছেলে। তবে মেসির মতো বাঁ পায়ের ফুটবলার নয় থিয়াগো। কিন্তু স্কিল বা টেকনিকে তার মধ্যে মেসির ছাপ রয়েছে বলে মনে করেন নেটিজেনদের একাংশ। বাবার মতোই থিয়াগো খেলে ১০ নম্বর জার্সি পরে।অবিশ্বাস্য! প্রায় ৭০ গজ দৌড়ে গোল করে তাক লাগিয়ে দিলেন এমবাপেদুই ভাগে ভাগ হয়ে ম্যাচ খেলছিল বারসার বয়সভিত্তিক দলটি। থিয়াগো খেলছিল সার্জিও দলের হয়ে। বারসার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার

মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের সামনে অস্ট্রেলিয়া

সিডনি: এবারের মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে যে দু''টি দল খেলেছিল, ফাইনালেও তারাই মুখোমুখি হচ্ছে। আজ বৃষ্টির জন্য প্রথম সেমি-ফাইনাল ম্যাচে এক বলও খেলা না হওয়ায় গ্রুপের শীর্ষে থাকার সুবাদে ইংল্যান্ডকে টপকে ভারতই ফাইনালে পৌঁছে যায় ভারত। বৃষ্টির জন্য ওভার সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হলেও, দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল ম্যাচটি অবশ্য হয়। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫ রানে হারিয়ে ফাইনালে চলে গেল ভারত। রবিবার পঞ্চম খেতাবের লক্ষ্যে মাঠে নামবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে, প্রথমবার ফাইনালে ওঠা ভারত অধরা খেতাব দখলে নেওয়ার চেষ্টা করবে।আজ বৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল দেরিতে শুরু হয়। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের নির্ধারিত ২০ ওভারই খেলা হয়। ৫ উইকেটে ১৩৪ রান করে অস্ট্রেলিয়া। সর্বোচ্চ ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক মেগ ল্যানিং।কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হওয়ার পর ফের বৃষ্টি নামে। দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে খেলা। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি থামার পর ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৩ করার পর ফের খেলা শুরু হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সংশোধিত টার্গেট হয় ৯৮। লরা ইলভার্ট (৪১ অপরাজিত) জয়ের আশা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু ১৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৯২ রানেই থেমে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

পাকিস্তানে যেতে নারাজ মুশফিক, চটে গিয়ে ছাড়লেন মিটিং

বেশ কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজ চলছে। এর ফাঁকে টিম হোটেলে মুশফিককে নিয়ে মিটিংয়ে বসেন প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গো এবং দুই নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু ও হাবিবুল বাশার সুমন। পাকিস্তানে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করাই ছিলো তাদের একমাত্র লক্ষ।কিন্তু, পাকিস্তানে যেতে না চাওয়ায় জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে মুশফিককে বাদ দিতে হবে বলে জানান ডমিঙ্গো-নান্নুরা। এই কথায় প্রচন্ড অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে যান মুশি। এই নিয়ে অনেকেই অনেক মন্তব্য করেছে ইতিমধ্যে।

এর আগেই অবশ্য এমন কিছুর ইঙ্গিত দেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন। তিনি বলেন, আমরা মুশফিককে ডেকেছিলাম। তার সঙ্গে বসেছিলাম। পাকিস্তানে যাবে কিনা, জানতে চেয়েছিলাম। সে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে- যাবে না।প্রসঙ্গত, শেষমেশ তিন পর্বে পাকিস্তান সফরে যেতে রাজি হয় বাংলাদেশ। আর ইতিমধ্যে দুবার সফরও করে ফেলেছেন তারা।ওই দুবারের কোনো বারই দলের সঙ্গে যাননি মুশফিক। নিরাপত্তা অজুহাতে পারিবারিক আপত্তির কারণে সফর থেকে বিরত থাকেন তিনি।

ফাইনালে টসে জিতে ব্যাট হাতে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া

মেলবর্ন, ৮ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে মেয়েদের টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মেগ ল্যানিং।

এদিন প্রথম ওভারেই অজিদের সঙ্গ দেয় ভাগ্য দেবতা। হিলির সহজ ক্যাচ ছাড়েন কভারে ফিল্ডিং করা শেফালি বর্মা। হিলি এবং বেথ মুনির দাপটে ভর করে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৫ ওভারে অজিরা এক উইকেট হারিয়ে তুলেছে ১৪২। ভারতের হয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন রাধা যাদব। ৩৯ বলে ৭৫ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলার পর বেদা কৃষ্ণমূর্তির হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন হিলি। ৭টি চার ও ৫টি ছক্কা হাকান এই অজি তারকা। হিলির পর হাফ-সেঞ্চুরি করেন বেথ মুনি। তিনি ব্যাট করছেন ৪১ বলে ৫০ রানে।

উল্লেখ করা যেতে পারে র আগে অস্ট্রেলিয়া চার বার মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে। ২০১০, ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৮ সব মিলিয়ে চারবার অজিরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পঞ্চম খেতাবের লক্ষ্যে এবার রবিবার মাঠে নামবে দল। সেইসঙ্গে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে হারতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি অজিদের সামনে। ফাইনালে তাই বদলার ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার সামনে। ফাইনালে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগেই মাইন্ড গেম শুরু করে দিল অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়িং ইলেভেন: অ্যালিসা হিলি (উইকেটকিপার), বেথ মুনি, মেগ ল্যানিং (ক্যাপ্টেন), অ্যাশলে গার্ডনার, রাচেল হেইন্স, জেস জোনাসেন, সোফি মলিনাক্স, নিকোল ক্যারি, ডেলিসা কিমিন্স, জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম ও মেগান শুট।

ভারতের প্লেয়িং ইলেভেন: শফালি বর্মা, স্মৃতি মন্ধনা, হরমনপ্রীত কউর (ক্যাপ্টেন), জেমিমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা, তানিয়া ভাটিয়া (উইকেটকিপার), বেদা কৃষ্ণমূর্তি, শিখা পান্ডে, রাধা যাদব, পুণম যাদব ও রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়।

গিনিস বুকের রেকর্ডে এখনো উজ্জ্বল তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম

গিনিস বুকে অনেকেই নাম লেখাতে চায় কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব হয় না নাম লেখানো। গিনিস বুকে নাম লেখানোর জন্য এমন কিছু করতে হবে যা আগে কেউ করে দেখাতে পারেনি। যদি কেউ কিছু করে গিনিস বুকে নাম লেখায় তাহলে তার চেয়ে আরও ভালো করলে তবেই গিনিস বুকে নাম লেখানো যাবে। বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেদের নাম গিনিস বুকে তুলেছেন। সেই তালিকা থেকে বাদ যায়নি ক্রিকেটারদের নামও।এমন অনেক ক্রিকেটার আছেন যারা তাদের অসাধারণ প্রতিভার জন্য গিনিস বুকে নাম লিখিয়েছেন। এমনকি তাদের সেই রেকর্ড আজ পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারেনি। সেই সব ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়ছে তিন ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম। যারা তাদের অসাধারণ কাজের জন্য গিনিস বুকে নাম লিখিয়ে নিয়েছেন।রাজা মহারাজ সিং এমন একজন ক্রিকেটার যিনি সবচেয়ে বেশি বয়সে ভারতীয় ক্রিকেটে ডেবিউট করেন। ১৯৫০ সালে ৭২ বছর বয়েছে তিনি কমনওয়েলথ একাদশের বিপক্ষে ভারতের গভর্নরের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এত বয়েসে এখন পর্যন্ত কোন ক্রিকেটার ডেবিউট না করায় তার নাম রয়ছে গিনিস বুকে।মহেন্দ্র সিং ধোনি তার গিনিস বুকে আছে কারণ ২০১১ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যে রিবক উইলো ব্যাট দিয়ে তিনি শেষ বলে ছয় মেরে ম্যাচ জিতিয়ে ছিলেন সেই ব্যাটটি লন্ডনে 'ইস্ট মিটস ওয়েস্ট' ইভেন্টে আর কে গ্লোবাল ১৬১,২৯৫ ডলারে কিনে নেয়। এখন পর্যন্ত কারো ব্যাট এতো দামে বিক্রি না হওয়ায় তার নাম গিনিস বুকে আছে।বিরাগ মারে যিনি টানা ৫০ ঘণ্টা ব্যাট করে গিনিস বুকে নাম তুলে নেন। এই ৫০ ঘণ্টা ব্যাট করার জন্য তাকে ২৪৪৭ টা বল খেলতে হয়েছিল।

পিএম কিষান যোজনার ষষ্ঠ কিস্তি জারি করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি. স.): রবিবার পিএম কিষান যোজনার ষষ্ঠ কিস্তি জারি করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দের উদ্বোধন করবেন তিনি। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত আর্থিক ফান্ডের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। গোটা ব্যাপারটাই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হবে। গত জুলাই মাসে কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত আর্থিক ফান্ড গঠনের অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় সরকার।এই ফান্ডের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ফান্ড থেকে কৃষকেরা ঋণ নিতে পারবে। পাশাপাশি পিএম কিষান যোজনা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন তিনি. ৮.৫ কোটি কৃষকের জন্য ১৭ হাজার কোটি টাকা ষষ্ঠ কিস্তিতে দেওয়া হবে।

মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল অসম, ওডিশায় ৩.৮ তীব্রতার ভূকম্পন

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মাঝেমধ্যেই অনুভূত হচ্ছে হালকা থেকে মাঝারি তীব্রতার ভূকম্পন। এবার শনিবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল অসমের সোনিতপুর এবং ওডিশার গজপতি জেলা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঈশান এবং ভাবনাকে নিয়ে মা সুনীতি চরম বিপাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ আগস্ট।। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার। মা রাজমিস্ত্রি জুগালি কাজ করে। সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন কাজ পায়। লকডাউন চলাকালীন সময়ে ঠিকভাবে কাজ ও পায়না। দুটি শিশু নিয়ে চলতে ভীষণ অসুবিধা হয়। নিজস্ব বাড়িঘরও নেই। একজন হৃদয়বান মুসলিম ধর্মাবলম্বী অংশের ব্যক্তি মোসলেম মিয়া নিজ বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছেন সুনীতি সরকারকে। ঘটনা চরিলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আরালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড উত্তরমুড়া এলাকায়। ঈশান এবং ভাবনাকে নিয়ে মা সুনীতি সরকার চরম বিপাকে রয়েছেন। লকডাউন এর প্রথম দিকে সংবাদ মাধ্যমে এই পরিবারটি সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশের পর পরিবারটির সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল আনন্দমার্গ সংগঠন। শনিবার আবারো পরিবারটির পাশে দাঁড়ায় এমার্ট ত্রিপুরা নামে এই সামাজিক সংগঠন। সংগঠনের তরফে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য সামগ্রী সহ ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য কিছু পাঠ্য সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয় পরিবারটির হাতে। এমার্ট ত্রিপুরার তরফে সুবীর ভৌমিক, বিশ্বজিত সাহা ,সজল সূত্রধর এই মানবিক কাজে এগিয়ে আসায় খুশি পরিবারের লোকজন সহ এলাকার মানুষরাও।আগামী দিনেও আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম তাদের পাশে থাকবেন বলে জানান কর্মকর্তারা। এদিকে এক মুসলিম ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষ মোসলেম মিয়া ওনার বাড়িতে অসহায় এই পরিবারটিকে জায়গা দিয়ে বর্তমান সময়ে হিন্দু মুসলিম দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির নজির স্থাপন করেন।মোসলেম মিয়া বলেন , আশ্রয়হীন কে আশ্রয় দেওয়া এবং অন্য হীন কে দানা পানি দেওয়া আমাদের মুসলমান ধর্মের পবিত্র কর্তব্য এটাই আল্লাহতালা বলে গিয়েছেন। সমাজের প্রতিটি মানুষ ও সামাজিক সংগঠনগুলি যদি এভাবে এগিয়ে আসে তবে এই অসহায় পরিবার গুলি র মুখে কিছুটা হলেও হাসি ফুটবে।

উদয়পুর থেকে সোনামুড়া যাওয়ার রাস্তার ধারে ফুলের বাগান নষ্ট করে দিল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ আগস্ট।। উদয়পুর থেকে সোনামুড়া যাওয়ার পথে রাস্তার দু”ধারে ফুলের বাগান তৈরি করে সৌন্দর্য করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে, তার আগে দুষ্কৃতীরা আজ রাতের আধারে ঐ সুন্দর ফুলের বাগান নষ্ট করে দিয়েছে।এতে সরকার ও দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে।যারা এই কাজ করছে তারা দেশের শত্রু। উন্নয়নের দাবি করছে স্থানীয় জনগণ।বৃহস্পতিবার রাতে এমন ঘটনা ঘটে গোমতী জেলার উদয়পুর মহাকুমার আদর্শগ্রাম জামজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈষ্ণবীর এলাকায়। এলাকায় বনদপ্তর এর উদ্যোগে ফুলবাগানের প্রাচীর ভেঙ্গে ব্যাপক ক্ষতি করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা তে প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আজ সকালে কাজ করতে গিয়ে এই পরিস্থিতি দেখে বন দপ্তরের কর্মীরা হতভম্ব হয়ে পড়ে।এরপর বনদপ্তর কাকড়াবনা থানায় খবর দেয়া হয়। থানার ওসি এসে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছেন। এখন এলাকার জনগণ দুষ্কৃতিকারীদের এই ন্যাক্কার জনক ঘটনার জন্য ধিক্কার জানাচ্ছেন।

খোয়াইয়ে নেশা সামগ্রী সহ দুই কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। খোয়াই থানা এলাকার এনপিসি পাড়া থেকে নেশা সামগ্রী সহ ২ যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত দুই যুবকের নাম সৌরভ কুমার রায় এবং প্রদ্যুৎ নন্দি মজুমদার। তাদের কাছ থেকে নেশা জতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে।সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে খোয়াই থানার পুলিশ এনপসি পাড়ায় হানা দিয়ে তাদেরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই দুই যুবক এনপিসি পাড়ায় নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করছিল।গত বেশ কিছুদিন ধরেই এই দুই যুবকের আনাগোনা লক্ষ্য করে আসছেন এলাকার জনগণ। তাদেরকে আটক করার জন্য এলাকাবাসী গত কয়েকদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা এলাকায় আসলে পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হয়।স্থানীয় জনগণের ব্রাউন সুগার এবং নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট এলাকায় বিক্রি করার ফলে এলাকার যুব সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে।যুবসমাজকে রক্ষার জন্য পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসী জোরালো দাবি জানিয়েছেন। খোয়াই থানার পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মোহনপুরে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। মোহনপুরের কালামুড়া গ্রামে বিলুপ্তপ্রায় একটি প্রাণী আটক করেছেন এলাকাবাসী। বিলুপ্তপ্রায় ওই প্রাণীটি এলাকার গাছে ঘোরাফেরা করছিল বলে জানা গেছে। তখন ওই এলাকার লোকজন বিরক্ত প্রাণীটিকে আটক করে খাঁচায় আটকে রাখেন। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী আটক করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকে দেখার জন্য অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকে আটক করা হলেও সেটিকে বনদপ্তর এর হাতে তুলে দেওয়ার কোন ধরনের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে আটকে রাখা বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর জীবন সংশয় হতে পারে। অবশ্য এলাকাবাসী দাবি করেছেন বিলুপ্তপ্রায় ওই প্রাণীটি যাতে সুস্থ ভাবে থাকতে পারে সেজন্য তারা যত্ন নিচ্ছেন।এলাকার সচেতন

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাঙ্গুটিয়া গ্রামের কন্টনমেন্ট জোনের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। বামুটিয়ার রাঙ্গুটিয়া গ্রামের সাহাপাড়া কন্টনমেন্ট জোনের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। তিনি শনিবার এলাকায় গিয়ে এলাকার জনগণের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। কনটেন্ট অ্যান্ড জন এলাকায় অবস্থানকারী জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবগত হন।বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস বলেন এলাকাবাসী যে সমস্ত সমস্যায় রয়েছেন সে সম্পর্কে সরকার এবং প্রশাসন ওয়াকিবহাল রয়েছে।কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণ যাতে এলাকার কোনো মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে না পারে সেজন্যই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সাহাপাড়া এলাকাকে কনটেইনমেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।রোগের যাতে বৃষ্টিতে না ঘটে সেদিকে এলাকার জনগণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক শ্রী দাস।সরকার এবং প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য সাহাপাড়া কে কনটেইনমেন্ট জন হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে এলাকার মানুষজন ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। বিশেষ করে এলাকার কৃষক শ্রমজীবী মানুষ এবং গরীব অংশের মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এলাকার মানুষের মধ্যে কাজ এবং খাদ্যের অভাব দেখা দেওয়ায় এলাকাবাসী বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক সহ প্রশাসনের নজরে এনেছেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার বিধায়ক এলাকাবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এসব সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কনটেন্টমেন্ট জোন সংলগ্ন এলাকায় এসে বিধায়ক স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করায় এলাকার জনগণ সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

১০ আগস্ট পুনরায় কোর্টে তোলা হবে আটককৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ১৪ দিনের জেল হাজত শেষে আগামী ১০ আগস্ট কমলাসাগর এর মিয়াপাড়ায় আটক দুই শিশু সহ ১২ জন বাংলাদেশী নাগরিককে পুনরায় আদালতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য গত ১১ জুলাই রানির বাজার এলাকা থেকে দুই শিশুসহ ১২ জন বাংলাদেশী নাগরিক কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার মিয়াপাড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার সময় বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি

ছয়ের পাতায় দেখুন

সংক্রমণ ২১ লক্ষ ছুঁইছুঁই, ৯৩৩ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ৪২,৫১৮ জনের : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল! অস্বস্তি বাড়িয়ে রোজই বেড়ে চলেছে মৃত্যু-মিছিল। বাড়তে বাড়তে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২০,৮৮,৬১২-তে পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৯৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬১,৫৩৭ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪২,৫১৮ জন এবং সংক্রমিত ২০,৮৮,৬১২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৪,২৭,০০৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ০৮৮।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৪২,৫১৮ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ১,৮৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ১৩২ জন, বিহারে ৩৬৯ জনের, চন্ডীগড়ে ২৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৮৭ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,০৮২ জনের, গোয়া ৭০ জন, গুজরাটে ২,৬০৫ জনের, হরিয়ানায় ৪৬৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৪ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪৪৯ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১৫১ জনের, কর্ণাটকে ২,৯৯৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১০২ জন, লাদাখে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯৬২ জন, মহারাষ্ট্রে ১৭,০৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১০ জন, মেঘালয়ে ৫ জন, নাগাল্যান্ডে ৭ জন, ওডিশায় ২৪৭ জনের, পুদুচেরিতে ৭৫ জন, পঞ্জাবে ৫৩৯ জন, রাজস্থানে ৭৬৭ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৪,৬৯০ জন, তেলেঙ্গানায় ৬১৫ জন, ত্রিপুরায় ৩৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ১১২ জন, উত্তর প্রদেশে ১,৯৮১ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১, ৯৫৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ২.০৪ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৬৮.৩২ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৯.৬৪ শতাংশ মানুষ। কোভিড-১৯ ভাইরাসকে পরাজিত করতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ৭ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,৩৩,৮৭,১৭১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ৭ আগস্ট ৫,৯৮,৭৭৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।